পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

"সিরাতুন্নবী ও জলসা সংখ্যা"

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আহমদী

সম্পাদক :— এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩০শ বর্ষ : ১৯ ও ২০ তম সংখ্যা

৩রা ফাল্গুন ১৩৮৩ বাংলা : ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ ইং : ২৬শে সফর ১৩৯৭ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫.০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৩০শ বর্ষ
১৯ ও ২০ তম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
o তফসীরুল-কুরআন : সূরা ফজরে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ শেষ কিস্তি	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ	১
o হাদিস শরীফ : তাকওয়া-তাহরত	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৫
o অমৃতবাণী : সালানা জলসার গুরুত্ব ও ফজিলত	হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৮
o জুমার খোৎবা : "ফাইযা ফারগ্‌তা ফানসাব"-এর তত্ত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৯
o জুমার খোৎবা : 'সালানা জলসার সহিত বিজড়িত মহা কল্যাণ'	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৬
o খোদ্দাম ও আতফালের পাতা—(৫)	বাংলাদেশ মজলিস খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া	১৯
o 'উৎকৃষ্টতম পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ'	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)	২৫
o খতমে নবুওত		
o 'খাতামান্ন যীন' ও বুজুর্গানের অভিমত	শাহ মুস্তাফিজুর রহমান	২৯
o ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর সত্যতা—১১	মূলঃ হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	৩১
o সংবাদ :	আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৩৫
o শাহানশাহ্ ইরানের কাশ্‌ফ		
o একটি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী		
o ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাব সম্বন্ধে শুভ সংবাদ		
o ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব জরুরী		
o প্রিন্স ফয়সলের উদ্বোধনী ভাষণ		
o আলো ও আঁধার		
o হযরত খলিফাতুল মসীহ (আইঃ)-এর সাম্প্রতিক বিদেশ সফরের মহাকল্যাণ		
o নৈতিক বিপর্যয় o প্রকৃতিক দুর্যোগ o ইমান উদ্দীপক খোৎবা		
o ইসলামী নীতি-দর্শন পরীক্ষার ফল		৪৫

Published & Printed by Md F. K Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e-Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca –1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar

بسم الله الرحمن الرحيم　　نحمده ونصلي على رسوله الكريم　　وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩০শ বর্ষ : ১৯ তম সংখ্যা

৩রা ফাল্গুন ১৩৮৩ বাং : ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ ইং : ৩১শে ১৫ই তবলীগ ১৩৫৬ হিজরী শামসী

তফসীরুল কুরআন—

প্রভাত ঐ অদূরে !

পবিত্র কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী

জ্ঞানীগণের জন্য সবক

ইসলামের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

আলো, আঁধার এবং পুনঃ আলোকের যুগের আবর্তন

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর হইতে 'সূরা ফজরের' তফসীর অবলম্বনে লিখিত)। —মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৫)

মহরমের দশম রাত্রি ও ফেরাউন ধ্বংস

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে মহরমের দশম রাত্রি এক বিশেষ গুরুত্ব ও মহিমা রাখে। কারণ এই তারিখে আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আঃ)-কে ফেরাউনের কবল হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে অনুরূপ ঘটনা তাঁহার উম্মতের জন্যও এক দফা ঘটিবে। সেই দিন তাঁহার উম্মত এক আযাব হইতে উদ্ধার পাইবে।

হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা) সুরা ফজরের

الم تر كيف فعل ربك بعاد ٥ ارم ذات العماد ٥ التي لم يخلق مثلها
في البلاد ٥ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ٥ وفرعون ذي الاوتاد ٥
الذين طغوا في البلاد ٥ فاكثروا فيها الفساد ٥ فصب عليهم ربك سوط
عذاب ٥ ان ربك لبالمرصاد ٥

অর্থাৎ "তুমি কি লক্ষ্য কর নাই, তোমার রব আ'দ (কওমের পাপাচারের) কি (প্রতি-বিধান) করিয়াছিলেন? (অর্থাৎ) বড় বড় ইমারতের অধিকারী এরাম (শহরের অধি-বাসী অথবা জাতি), যাহাদের অনুরূপ (জাতি) সেই এলাকায় সৃষ্ট হয় নাই। এবং সামুদ (জাতি)-এর কথা কি তুমি অবগত আছ যাহারা উপত্যকায় পাথর (বা পাহাড়) কাটিয়া (ইমারত) বানাইত এবং ফেরাউন (সম্বন্ধে), যে বহুল তাঁবু (অর্থাৎ বিশাল সৈন্য বাহিনী অথবা পার্বত্য সঙ্কুল এলাকা বা প্রস্তর নির্মিত ইমারত) সমূহের অধিপতি ছিল।' (তুমি কি অবগত আছ), ইহারা সকলে 'জনপদ সমূহে সীমা অতিক্রম করিয়াছিল; যাহার ফলে তাহারা সেই (জনপদ) সমূহে বহুল ও চরমাকারে পাপাচারে লিপ্ত হয়। ইহাতে তোমার রব তাহাদের উপর আযাবের আঘাত হানেন। নিশ্চয়ই তোমার রব (সদা শাস্তি লইয়া) ওৎ পাতিয়া আছেন।" আয়াত সমূহের তফসীর করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, এখানে তিনটি কওমের উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা—আ'দ, সামুদ ও ফেরাউনের কওমত্রয়। প্রথম দুই কওম আরবের অধিবাসী ছিল এবং ফেরাউনের কওম মিশরের। আল্লাহ্তায়ালা এই তিন কওমের উল্লেখ করিয়া দুই যামানার সংবাদ দিয়াছেন। এক. ঐ যুগের যখন মক্কাবাসী-দিগের উৎপীড়নে মুসলমানগণের উপর অন্ধকার রাত্রি আসন্ন হইয়া আসিতেছিল এবং দ্বিতীয়, হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর যুগের। যেহেতু মুসলমানগণের উপর রাত্রি ঘটাইবার প্রথম কারণ আরবগণ ছিল এবং আ'দ ও সামুদ তাহাদের দেশের অধিবাসী ছিল এবং মক্কা শরীফের উত্তর প্রদেশে সামুদ কওম বাস করিত এবং দক্ষিণাঞ্চলে আ'দ কওম বাস করিত, সেই জন্য আল্লাহ্তায়ালা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধবাদী কোরেশ ও আরবের কাফেরগণকে উক্ত দুই কওমের পরিণাম স্মরণ করাইয়া সতর্ক করিয়াছিলেন যে, তাহারা সংশোধিত না হইলে তাহাদেরও একই পরিণাম হইবে এবং আল্লাহ্তায়ালা তাহাদিগকে নবীর মোকাবেলা করার অপরাধে আদ ও সামুদ কওমের ন্যায় সমূলে ধ্বংশ করিয়া দিবেন।

আলোচ্য আয়াতগুলিতে অতঃপর ফেরাউনের উল্লেখ থাকা সম্বন্ধে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) উপরে লিখিত মহরমের দশম রাত্রি সম্বলিত হাদিসের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, গত ১৩০০ বৎসরের মধ্যে বনি ইসরাইল সহ হযরত মুসা (আঃ) বনাম ফেরাউন ও তাহার বিপুল বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন সদৃশ ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে সংঘটিত হয় নাই। সুতরাং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অনুরূপ ঘটনা আগামিতে ঘটা সুনিশ্চিত এবং ইহার সংঘটন হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর যামানায় নির্দিষ্ট ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন,

"আমি (স্বপ্নে) দেখিলাম, আমি মিশরের নীল দরীয়ার কিনারায় খাড়া আছি এবং আমার সহিত অনেক বনি-ইস্রাইল রহিয়াছে এবং আমার নিজেকে মুসা

বলিয়া ধারণা হইতেছে। মনে হইতেছে আমি ভাগিয়া চলিয়া আসিতেছি। দৃষ্টি ফিরাইতে দেখিলাম ফেরাউন এক বিরাট বাহিনী লইয়া আমার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আসিতেছে এবং তাহার সহিত বহু উপকরণ রহিয়াছে, যথা ঘোড়া, গাড়ী, রথ ইত্যাদি। সে আমার অতীব নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমার সঙ্গী বনি-ইসরাইল অত্যন্ত ঘাবড়াইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে নিরাশ হইয়া গিয়াছে এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে, 'হে মুসা! আমরা ধরা পড়িয়া গেলাম।' আমি উত্তরে উচ্চ ও দৃপ্ত কণ্ঠে বলিলাম,

كلا ان معى ربى سيهدين (তাজকেরা—৪৫৪ পৃঃ)

"কখনও ইহা হইতে পারে না। নিশ্চয় আমার রব আমার সঙ্গে আছেন। তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন।'

তাঁহার আর একটি ইলহাম আছে যাহা ইহার অনুরূপ।

يا تى عليك زمان كمثل زمان موسى

(তাযকেরা ৪৪৬পৃঃ) অর্থাৎ "তোমার উপর এমন এক সময় আসিবে যাহা মুসা (আঃ) এর যামানার অনুরূপ হইবে। অতএব যখন হাদীসে বর্ণিত আছে যে হযরত মুসা (আঃ)-এক ঘটনার অনুরূপ এক ঘটনা ঘটিবে এবং ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে যে এরূপ ঘটনা এ যাবৎ ঘটে নাই এবং অপর দিকে আল্লাহ্‌তায়ালা বর্তমান যুগে তাঁহার প্রেরিত মামুর হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-কে জানাইয়াছেন যে তিনি মুসা (আঃ)-এর অনুরূপ এবং ফেরাউন তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিবে এবং তাঁহার সঙ্গি বনি-ইসরাইল ঘাবড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিবে: 'হে মুসা! আমরা ধরা পড়িয়া গিয়াছি।' এবং তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলিবেন—

كلا ان معى ربى سيهدين

'ইহা কখনও হইতে পারে না। আমার রব আমার সঙ্গে আছেন। তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেয়।"

উপরোক্ত দুইটি ইলহামের সহিত হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) তাঁহার একটি স্বপ্ন সংযুক্ত করিয়া লইতে বলিয়াছেন।

"আমি এক স্থানে অবস্থান করিতেছি। তখন আমার মনে হইল আমি যেখানে আছি, সেখানে হযরত মুসা (আঃ)-ও আশ্রয় লইয়াছিলেন।" (আল ফজল ২০শে জুন, ১৯৪৪ খৃঃ অব্দ দ্রষ্টব্য।

সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এক ভবিষ্যদ্বাণী আছে, যাহা ليالى عشر "দশ রাত্রি"র দ্বিতীয় প্রকাশের সময় একাদশ রাত্রি অর্থাৎ বর্তমান শতাব্দীতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর যামানায় পূর্ণ হইবে এবং হযরত মুসা (আঃ) যেরূপ মিশর হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন, জামাতে আহমদীয়াকে তদনুরূপ কোন ঘটনার সম্মুখীন হইতে হইবে।

সুতরাং আলোচ্য আয়াতগুলিতে যেমন হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর দুশমনগণের দৃষ্টান্ত আ'দ ও সমুদ কওমের সহিত দেওয়া হইয়াছে, তেমনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর দুশমনগণের জন্য ফেরাউনের ঘটনা দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করা হইয়াছে।

হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর যুগে তের বৎসর যাবৎ কাফেরগণকে আল্লাহ্‌তায়ালা ঢিল দিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা সে সুযোগের সদ্ব্যবহার না করিয়া অপব্যবহার করে। ফলে সহসা তাহাদের সকল শান শওকতকে ধূলিস্যাৎ করিয়া দেওয়া হয় এবং মোমেনগণের দুঃখের রাতকে সুখের দিনে পরিবর্তিত করিয়া দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় প্রকাশের সময় চলতি শতাব্দীতে কোন ফেরাউন জামাতে আহ্‌মদীয়ার উপর এরূপ মারাত্মক অত্যাচার করিবে যে, তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিবে,

يا موسى انا لمدركون

অর্থাৎ, হে মূসা! এখন তো আমাদের ধ্বংস আমাদের মাথার উপর আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই ফেরাউনের হাত হইতে আমাদের উদ্ধারের কোন উপায় দেখিতেছি না।

অতঃপর হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) বলিতেছেন, "সেই মহা দুর্দিনে যিনি জামাতে আহমদীয়ার নেতা থাকিবেন, তিনি মূসা (আঃ)-এর ন্যায় নিজ সঙ্গীগণকে বলিবেন, ভুল কথা। এমন কখনও হইতে পারে না। দুশমন তোমাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। আমার রব আমার সঙ্গে আছেন। তিনি আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবেন।"

যখন কাফেরগণ সওর গুহায় পৌঁছিয়াছিল এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) ঘাবরাইয়া গিয়াছিলেন তখন হযরত রসূল করীম (সাঃ) তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিয়াছিলেন, لا تحزن ان الله معنا 'দুশ্চিন্তা করিও না, খোদা আমাদের সঙ্গে আছেন।" অনুরূপভাবে যখন জামাতে আহমদীয়া কোন ফেরাউনের অমানুষিক উৎপীড়নে ঘাবরাইয়া যাইবে, তখন হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) জামাতে আহমদীয়াকে রূহানীভাবে তাহাদের তৎকালীন খলিফা ও ইমামের মুখ নিঃসৃত অভয়বাণীর দ্বারা সান্ত্বনা দিবেন। যখন তাহারা রূপকভাবে মহা বিপদ ও দুঃখের সাগর তীরে খাড়া হইবে অথবা সম্ভবতঃ মিশর অথবা অন্য কোন দেশে এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইবে, তখন সত্য সত্যই নীল নদী অথবা অন্য কোন নদীর তীরে অবস্থিত হইয়া আহমদীয়া জামাতের খলিফা মহা প্রতাপে বলিষ্ঠ ও দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিবেন, كلا ان معي ربي سيهدين

"তোমরা দুঃখ ও দুশ্চিন্তা করিও না। আমার সহিত সেই প্রবল প্রতাপান্বিত এক ও অদ্বিতীয় আমার রব আছেন এবং তিনি আমাদিগের রাত্রি প্রভাত করিয়া দিবেন।"

পাঠক! বরকতী আহমদীয়া জামাতের বর্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উপরে বর্ণিত বিষয়াবলীর সত্যতা অনুধাবন করিতে পারিবেন এবং বুঝিবেন যে ইসলামের সূর্য অচিরে উদীয়মান হইতে চলিয়াছে।

ইসলামের বিশ্ববিজয়

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর যামানায় যেমন বদরের যুদ্ধের পরেও মাঝে মাঝে কিছু কিছু পেরেশানী ঘটিতে থাকে, তেমনি চলতি শতাব্দী শেষে আহমদীয়তের সূর্য বিজয়ের আকারে উদিত হওয়ার পরও সময়ে সময়ে কিছু কিছু পেরেশানী দেখা দিতে পারে এবং আমাদের প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম জারী থাকিবে। কিন্তু লোক দেখিবে যে আহমদীয়তের বিজয়ের ধারা অব্যাহত গতিতে আগাইয়া যাইতেছে। এইভাবে পূর্বালোচনা অনুযায়ী 'কমর' শব্দ নির্দিষ্ট তিন শতাব্দীর মধ্যে সারা জগতে আহমদীয়ত তথা সত্যিকার ইসলাম জয়যুক্ত হইয়া যাইবে এবং আল্লাহতায়ালার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবে। স্বল্প সংখ্যক লোক যাহারা আহমদীয়ত গ্রহণ করিবে না, তাহারা ইহুদী সদৃশ হইয়া নাম-হারা জীবন যাপন করিবে।

প্রবঞ্চনা আর কতদিন ?

যে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আবির্ভাবের কথা বলা ছিল, তিনি আসিয়া গিয়াছেন। যাহারা সারাটা চলতি শতাব্দী তাঁহাকে গ্রহন না করিয়া এবং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিতেছেন, তাহারা নিজদিগকে প্রবঞ্চিত করিতেছেন এবং সরল-মতি জনগণকে সত্য হইতে দূরে রাখিবার মিথ্যা প্রয়াস করিতেছেন। কিন্তু আর কতদিন তাহাদের এ মরীচিকা প্রদর্শনের প্রহসন চলিবে ?

চলতি চতুর্দ্দশ শতাব্দী শেষ হইতে বাকী আগামী ৩ বৎসরের মধ্যে যখন আর কেহ আসিবেন না এবং নিশ্চয় কেহ আসিবেন না, তখন তাহারা জনগণকে কি কৈফিয়ৎ দিবে ? তাহাদের মতানুযায়ী গত শতাব্দীর শেষভাগে আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ হইতে কেহ আসিলেন না, চলতি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কেহ আসিলেন না, মধ্যভাগেও কেহ আসিলেন না এবং শেষ ভাগেও কেহ আসিলেন না, যদিও আলেম সমাজ জনগণকে প্রথম ভাগেই ইমাম মাহদী (আঃ)-এর নিশ্চিত আগনের শুভ সংবাদ শুনাইয়াছিলেন এবং যখন সমাগত মহাপুরুষ তাহাদের মনঃপূত হইলেন না, তখন তাহারা মধ্যভাগে তাঁহার আগমনের ওয়াদা শুনাইলেন এবং যখন মধ্যভাগেও দেখিলেন যে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ব্যতিরেকে আর কাহারও দাবী নাই, তখন তাঁহারা শতাব্দীর শেষভাগ অর্থাৎ ৮০ হিজরীকে আশ্রয় করিলেন। কিন্তু যখন ৮০ হিজরীটিও তাহাদিগকে বিফল মনোরথ করিল, তখন তাঁহারা আর বাকী ৩ বৎসরকে আকড়াইয়া ধরিয়াছেন। এই ৩ বৎসরও ইনশাআল্লাহ্ তাহাদিগের নৈরাশ্যই কাটিবে। আল্লাহতায়ালার প্রেরিত সত্য মহাপুরুষকে গ্রহণ না করিলে চিরকাল এই ফল ফলিয়াছে এবং আজও ফলিবে।

আলেম সমাজের কি চিন্তা করার অবসর হয় নাই যে, পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলিতে যখন বর্তমান শতাব্দী অপেক্ষা অবস্থা অনেক কম গুরু ছিল, তখন ঠিক ঠিক সময়ে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মোহা-

দেদগণ আসিলেন, কিন্তু বর্তমান শতাব্দী, যাহা মানবজাতির জন্য পৃথিবীর সৃষ্টিকাল হইতে সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর কাল এবং এই শতাব্দীর ভয়াবহতা সম্বন্ধে সকল নবী সতর্ক করিয়া গিয়াছেন এবং এ'যুগের জন্য বিশেষ এবং মহা প্রতাপশালী এক মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন, এই মহা জরুরতের যুগই কি তাঁহাদের দৃষ্টিতে হেদায়েত ও কল্যাণ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যাইবে? মানবজাতির মহাবিপদের কালে কি করুণাময় খোদাতায়ালা নীরব থাকিয়া যাইবেন?

ফলিত লক্ষণমালা জ্ঞানীগণের জন্য সবক বহ।

যথা সময়ে আল্লাহতায়ালার প্রেরিত মহাপুরুষের আবির্ভাব এবং তাঁহার প্রতিশ্রুত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ক্রমঃবর্ধমান আকারে নযীরবিহীন আযাব দুনিয়াতে মূষলধারে নাযেল হইতে দেখিয়া এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া জামাতের দ্বারা সারা বিশ্বে ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা হইতে দেখিয়াও কি আর সত্যান্বেষীগণের বসিয়া থাকার সময় আছে?

সুরা ফজরে আল্লাহতায়ালার দ্বারা প্রতিশ্রুত ও যথা সময়ে শ্রেনীবদ্ধভাবে ফলিত লক্ষণমালা হইতে কি জ্ঞানীগনের বুঝিবার জন্য সবক ও করণীয় কিছু নাই?

যাহার চক্ষু আছে, তিনি পড়িয়া রাখুন এবং যাহার কর্ণ আছে তিনি শুনিয়া রাখুন, সকল ধর্ম প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ, যাঁহার নাম বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন এবং ইসলামে যাঁহার নাম ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ), তাঁহার আগমনের সময় সকল ধর্মেই চতুর্দশ শতাব্দী হিজরী নির্দিষ্ট করিয়াছে। সকল অতীত বুজুরগানে দীনও এই শতাব্দীর দিকে অঙ্গুলি সংকেত করিয়াছেন। তদনুযায়ী এ যুগের উলেমাও এই শতাব্দীর প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া, মাঝেয় জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন, মাঝে না পাইয়া ১৩৮০ হিজীরর জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং উহাতেও নিরাশ হইয়া এখন বাকী ৩ বছরের উপর ভরসা করিয়া আছেন। আর তিন বৎসর গত হইলে সকলের সকল আশা ভরসায় জলাজলি দিতে হইবে। আর কেহ আসিবেন না। কারণ কোন ধর্ম পুস্তক এবং কোন বুযুর্গ অতীতের হউক বা বর্তমানের, প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের জন্য চতুর্দশ শতাব্দী হিজরীর ওপারে তাকান নাই। অতএব সুধীগণ অবহতি হউন। সত্য যথাসময়ে আসিয়াছে। আল্লাহতায়ালার প্রেরিত পুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আসিয়াছেন। তাঁহাকে গ্রহণ করুন। যাঁহারা ধর্মে বিশ্বাসী তাঁহাদিগের ইহা ছাড়া গত্যান্তর নাই।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ১৮৮৯ সনে যখন বেয়াতের জন্য জগতবাসীকে আহ্বান করেন, তখন তিনি ছিলেন একা এবং ৮৭ বৎসর পরে আজ আহমদীয়া জামাতের জনসংখ্যা এক কোটীরও উপর। ইনশাআল্লাহ্ আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে জামাত বহু কোটীতে উন্নীত হইবে। এ সম্পর্কে আমাদের জামাতের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা নাসের আহমদ (আইঃ) গত জুলাই মাসে তাঁহার আমেরিকা সফর উপলক্ষে নিউ ইয়র্কে এক বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলনে

জামাতের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধির সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি একটি খোদায়ী সুসংবাদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলেন, "আমরা আশা রাখি যে, আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে আমেরিকায় ইসলামের স্বপক্ষে কতকগুলি বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের সূত্রপাত হইবে। ইহার পরবর্তী ৫ বৎসরে রাশিয়াতেও অনুরূপ বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সমূহ ঘটিতে আরম্ভ করিবে। এ সব কি ভাবে সংঘটিত হইবে তাহা আমরা জানি না। শুধু ইহাই বলিতে পারি যে, খোদাতায়ালা আমাদিগকে ইহা বলিয়াছেন এবং তিনি উহা ঘটাইতে পূর্ণ কুদরত ও ক্ষমতা রাখেন। শুধু আমেরিকার অধিবাসীগণই নহে বরং সম্পূর্ণ রাশিয়ান জাতি ইসলাম গ্রহণ করিয়া খোদাতায়ালার দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে। যে ভাবে একটি ক্ষুদ্র বীজ হইতে বৃক্ষ বাহির হইয়া আসে, তেমনিভাবে বীজবৎ আমাদের জামাতের বর্তমান সামান্য অবস্থা ও আভাসগুলি হইতে ইসলামের বিশ্বব্যাপি প্রাধাণ্য মহামহীরুহের ন্যায় আত্ম-প্রকাশ করিবে এবং পরিপোষণ ও বিকাশ লাভ করিয়া পৃথিবী জুড়িয়া ছড়াইয়া পড়িবে। বর্তমান মুহূর্তে পৃথিবীবাসীর দৃষ্টিতে ঐরূপ আধ্যাত্মিক বিপ্লব অসম্ভব মনে হয়, কিন্তু ভবিষ্যেতে সেই বিপ্লব সংঘটিত হওয়া সম্ভাব্য ঘটনাবলীর অন্তর্ভুক্ত এবং আমাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির দ্বারা উহাকে সংঘটিত হইতে প্রত্যক্ষ করিতেছি।"

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) ইতিপূর্বে রবওয়া মোকামে ১৯৭৩ খৃঃ অব্দের জলসা সালনা উপলক্ষে জামাতের সম্মুখে ১৯৮৯ খৃঃ অব্দে আহমদীয়তের বিশ্ব-বিজয় শতাব্দীর সম্বর্ধনায় জুবলী জলসা অনুষ্ঠানের ঘোষণা ও বিরাট কর্মসূচী প্রদান করেন। বহু বাধা-বিপত্তি সত্বেও ঐ কর্মসূচী অনুযায়ী কার্যক্রম দ্রুত আগাইয়া চলিয়া ছ। ইনশাআল্লাহ যথা সময়ে জগতের উপর উক্ত বিজয় শতাব্দীর প্রভাত ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে নামিয়া আসিবে এবং মোমেনগণের চক্ষুকে স্নিগ্ধ এবং হৃদয়কে প্রশান্তি পূর্ণ করিয়া দিবে। উহার আয়োজন আকাশে ও যমিনে দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে। যাহার চক্ষু আছে সে দেখিতেছে।

যেহেতু এ যুগকে লুত (আঃ)-এর যুগের সাথে তুলনা করা হইয়াছে, সেইজন্য লুত (আঃ)-এর অবিশ্বাসী ও অপরাধী কওমের উপর রাত্রি শেষের ধ্বংসকারী আযাবের পর লুত (আঃ) এবং তাঁহার অনুগামীগণের জন্য যে নিরাপদ ও সমুজ্জল দিবসের আগমন হয়, উহার দৃষ্টান্ত দিয়া আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে এ যুগের মানব-মণ্ডলীকে যে যুগান্তরকারী সর্তক ও সুসংবাদ বাণী দিয়াছেন, নিম্নে উহার উল্লেখ দ্বারা জ্ঞানীগণের দৃষ্টিকে আর একবার আকর্ষণ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি—الیس صبح بقریب !

"প্রভাত কি সন্নিকট নহে?" (সুরা হুদ ৭ম রুকু)

অদূরে ঐ ১৯৮৯ খৃঃ অব্দ ইসলামের বিশ্ব-বিজয় শতাব্দী-প্রভাতের আগমনী ঝাণ্ডা উড়াইয়া ধাইয়া আসিতেছে।

আহমদী (সমাপ্ত।) ১৫ই ফেব্রুয়ারী—১৯৭৭ ইং

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'তাক্‌ওয়া-তাহারাত',—হৃদয়ের পবিত্রতা এবং সন্দেহ হইতে বিরত থাকা

(১) হযরত সায়'দ বিন্ আবি ওক্কা'স (রাঃ) বর্ণনা করেন, "আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি : আল্লাহ্‌তায়ালা ঐ ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে পরহেজগার, আত্মভোল,। এবং অজ্ঞেত, নিভৃত ও নির্জন জীবন যাপন করে।"

(২) হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রাজিঃ) বর্ণনা করেন : আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওযা সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি কে ? হুজুর (সাঃ আঃ) বলিলেন ; "যে সর্বাপেক্ষা মুত্তাকী।" সাহাবা (রাজিঃ) নিবেদন করিলেন: "আমরা রূহানী সম্মান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি না।" ইহাতে হুজুর (সাঃ আঃ) বলিলেন, "আল্লাহ্‌-তায়ালার নবী হযরত ইসুফ (আঃ)। তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার এক নবী হযরত ইয়াকুব আঃ-এর পুত্র এবং আল্লাহ্‌তায়ালার এক নবী হযরত ইসহাক আঃ-এর পৌত্র এবং ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্‌র প্র-পৌত্র ছিলেন"। সাহাবা বলিলেন, "আমারা এসম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করিতেছি না।" হুজুর (সাঃ আঃ) বলিলেন, "তবে কি তোমরা আরবের উচ্চ বংশীয়গণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছ ? ইহাদের যাহারা জাহালিয়তের সময় (অর্থাৎ, ইস্‌লাম গ্রহণের পূর্বে অজ্ঞাবস্থায়) সম্মানিত ছিল, তাহারা ইস্‌লামের পরেও সম্মানিত, যদি তাহারা ধর্ম বুঝে এবং ইহার জ্ঞান রাখে।"

(৩) হযরত ওয়াবেদাহ্ বিন মা'বাদ (রাজিঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। তিনি (সাঃ) বলিলেন, "তুমি কি 'নেকী' (পুণ্যকর্ম) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছ ? 'আমি বলিলাম, "হাঁ, রাসুলুল্লাহ্।" তিনি ফরমাইলেন, তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর। 'নেকী' (বা পুণ্য) তাহাই, যাহার সম্বন্ধে তোমার দেল ও প্রাণ সন্তুষ্ট, এবং গোনাহ্ তাহাই, যাহা তোমার হৃদয়ে বাধে (খটকা জন্মে) এবং তোমার অস্বস্তির কারণ হয়, যদিও লোকে তোমাকে উহা বৈধ হওয়ার ফাতওয়া দিক বা উহা দোরস্ত (ঠিক) বলুক।"

(৪) হযরত নু'মান বিন বশীর (রাজিঃ) বলেন যে, একবার তিনি আঁ-হযরক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন, "হারাম ও হালাল (বৈধ-অবৈধ) সুস্পষ্ট। ইহাদের মধ্যে সন্দেহের যে সমস্ত বিষয়, তাহা অধিকাংশ মানুষ জানে না। সুতরাং যাহারা সন্দেহের বিষয়গুলি হইতে আত্মরক্ষা করে, তাহারা তাহাদের 'দ্বীন ও আবরু' নিরাপদ করিয়াছে। যে ব্যক্তি সন্দেহ-যুক্ত বিষয়ে লিপ্ত হয়, খুব

সম্ভব সে হয়ত হারামে ফাঁসিবে, বা কোনো অপরাধ করিয়া বসিবে। এরূপ ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে নাকি নিষিদ্ধ এলাকার সন্নিহিত স্থানে পশু চরায়। খুব সম্ভব তাহার পশু ঐ এলাকায় প্রবেশ করিবে। দেখ, প্রত্যেক বাদশাহের রক্ষিত অঞ্চল থাকে, যেখানে কোনো পশু চরনের অনুমতি থাকে না। স্মরণ রাখিবে, আল্লাহতায়ালার রক্ষিত অঞ্চল তাঁহার 'মুহাররমাত' (নিষিদ্ধ বা হারাম বিষয়াশয়)। শোন। মানুষের দেহে এক মাংস-খণ্ড আছে, যতক্ষন পর্যন্ত উহা সুস্থ্য ও ঠিক থাকে ততক্ষণ সম্পুর্ণ দেহ সুস্থ ও ঠিক থাকে এবং যখন উহা নষ্ট বা পীড়িত হয়, সমগ্র দেহযন্ত্র ব্যাধিগ্রস্ত ও অকর্মন্য হইয়া পড়ে। উত্তমরূপে স্মরণ রাখিবে, এই মাংস-খণ্ড তাহার হৃদয়।

(৬৬) আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আবু হুরায়রাহ রাজি আল্লাহু আন্হু কে বলিয়াছিলেন, "পরহেজ ও তাকওয়া অবলম্বন করিবে। এই প্রকারে, তুমি সব মানুষ অপেক্ষা অধিক 'আবিদ' (ভক্ত বান্দা) হইয়া পড়িবে। (বোখারী)

ভয় ও আশা

(১) হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রাজিঃ) বর্ণনা করেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বয়িাছেন, "যদি মুমেন ধারণা করিতে পারিত যে, আল্লাহতায়ালার সাজা ও পাকড়াও কত ভীষণ ও কত কঠোর, তবে সে বেহেশ্তের আশা করিত না এবং ইহাই ভাবিত যে তাঁহার ধৃতি ও দণ্ড হইতে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব এবং যদি কাফের আল্লাহতায়ালার রহমতের ভাণ্ডার সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারিত, তবে জান্নাত সম্বন্ধে নিরাশ হইত না এবং বিশ্বাস করিত যে, এত বড় দয়া হইতে, কোন দুর্ভাগাই বঞ্চিত থাকিতে পারে।

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রাজিঃ) বর্ণনা করিতেছেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্-তায়ালা বলেন "আমি আমার বান্দার সেই ভাল ধারণা অনুযায়ী তাহার প্রতি ব্যবহার করি, যাহা সে আমার সম্বন্ধে পোষণ করে। যেখানেই সে আমাকে স্মরণ করে বা আমার আলোচনা করে, আমি তাহার সঙ্গে থাকি।" খোদার কসম, আল্লাহতায়ালা বান্দার তওবায় এত সন্তুষ্ট হ'ন যে, ঐ ব্যক্তি তত খুসি হয় না, অরন্যের মধ্যে যে তাহার হারান উট্র ফিরিয়া পায়। আল্লাহতায়ালা বলেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত আমার দিকে অগ্রসর হয়, আমি তাহার দিকে এক গজ অগ্রসর হই। যখন সে আমার দিকে হাটিয়া চলে, আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া যাই।" (ক্রমশঃ)

('হাদিকাতুল সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

সালানা জলসার গুরুত্ব ও ফযিলত সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বাণী

এই জলসাকে সাধারণ জলসার ন্যায় মনে করিবেন না। ইহা সেই বিষয় যাহার ভিত্তি একান্তভাবে সত্যের সমর্থণ ও ইসলামের কলেমার মর্য্যাদা বৃদ্ধির উপর স্থাপিত।

আমি দোয়া করি, এরূপ সকল ব্যক্তি যাঁহারা এই লিল্লাহী (আল্লহর উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিতব্য) জলসায় যোগদানের জন্য সফর অবলম্বন করেন, আল্লাহ্-তায়ালা তাঁহাদের সাথী হউন এবং মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন।

"বহুবিধ কল্যাণময় উদ্দেশ্য ও উপকরণ সমন্বিত এই জলসায় সকল ব্যক্তির যোগদান করা আবশ্যকীয়, যাঁরা পথ খরচের সামর্থ্য রাখেন। এরূপ ব্যক্তিগণ যেন প্রয়োজনীয় বিছানা-পত্র ইত্যাদিও সঙ্গে আনেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের (সন্তুষ্টি লাভের) পথে সামান্য সামান্য বাধা বিপত্তিকে ভ্রুক্ষেপ না করেন। খোদাতায়ালা মুখলেস (খাঁটি সরল ব্যক্তি) গণকে পদে পদে সওয়াব প্রদান করিয়া থাকেন এবং তাঁহার পথে কোন পরিশ্রম এবং কষ্ট ব্যর্থ যায় না।

পুনঃ লিখিতেছি যে, এই জলসাকে সাধারণ জলসা গুলির ন্যায় মনে করিবেন না। ইহা সেই বিষয়, যাহার ভিত্তি একান্তভাবে সত্যের সমর্থন এবং ইসলামের কলেমার মর্যাদা বৃদ্ধির উপরে স্থাপিত। ইহার ভিত্তি-প্রস্তর আল্লাহ্ তায়ালা নিজ হস্তে রাখিয়াছেন এবং ইহার জন্য জাতি সমূহকে প্রস্তুত করিয়াছেন। যাহারা অচিরেই আসিয়া ইহাতে যোগদান করিবে। কেননা ইহা সেই সর্বশক্তিমানের কার্য্য, যাঁহার সম্মুখে কোন কিছুই অসম্ভব নহে।

অবশেষে আমি দোওয়া করি, আল্লাহ্ তায়ালা এই লিল্লাহী (অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রীতি-লাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিতব্য) জলসায় যোগদানের জন্য সফর অবলম্বনকারী প্রত্যেক ব্যক্তির সাথী হউন, তাহাদেরকে মাহান পুরস্কারে ভূষিত করুন, তাহাদের বাধা-বিঘ্ন ও দুঃখ-কষ্ট এবং উদ্বেগ পূর্ণ অবস্থা তাহাদের জন্য সহজ করিয়া দিন, সকল দুঃশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা দূর করুন, তাহা-দেরকে প্রত্যেক বিপদ ও কষ্ট হইতে নিস্কৃতি দান করুন, তাহাদের সকল শুভ কামনা রূপায়নের পথ তাহাদের জন্য উন্মুক্ত ও সুগম করুন ও পরকালে আপনার সেই বান্দা-দিগের সহিত তাহাদিগকে উত্থিত করুন, যাহাদের উপর তাঁহার বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ রহিয়াছে এবং সফরান্ত অবধি তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হউন।

হে খোদা! হে মর্যাদা ও বধান্যতার অধিকারী! করুণাকর ও বাধা-বিপত্তি নিরসন কারী! এ দোয়া সকল কবুল কর এবং আমাদিগকে আমাদের বিরুদ্ধবাদিগের উপর উজ্জল ঐশী-নিদর্শনাবলী সহকারে বিজয় ও প্রাধান্য দান কর, কেননা প্রত্যেক প্রকার শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী তুমিই। আমীন পুনঃ আমীন।" (এস্তেহার ৭ই ডিসেম্বর ১৮৯২ ইং)

অনুবাদ: আহ্মদ সাদেক মাহমুদ

জুমার খোৎবা

সাইয়েদানা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)

[রাবওয়া, মসজিদ মুবারকে ২৫।২।৭২ তাং প্রদত্ত এবং 'আলফজল' ২৫।৩।৭২ তাং প্রকাশিত]

নববর্ষে সমস্ত দায়িত্ব পালনে সার্বিক চেষ্টা পূরা মাত্রায় আরম্ভ করুন।

পার্থিব কোন ক্লেশ বা বিপর্য্যয় জামাতের কোন কুরবানীর ব্যাপারে কোনও বাধা ঘটাইতে পারে না।

আমাদের কোনও চেষ্টা অর্ধ বা অসম্পূর্ণ হওয়া উচিত নয়।

فاذا فرغت فانصب ○

সুরা ফাতেহা এবং "ফ'-ইযা ফারাগ্‌তা ফান্‌সাব্" ('আলাম্ নাশ্‌রাহ্' আয়াত ৮) তেলাওয়াৎ পূর্বক হুজুর ভাষণ দেন :—

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মযলুমিয়তের পর্যায় বা যুগ

তারপর, আরো এক 'দওর' বা পর্যায় আছে, যাহা সবটাই 'মযলুমিয়তের যুগ'। অর্থাৎ, মক্কার জীবনের পূর্ণ এক পর্যায়। মুসলমানগণ এই যুগ বা পর্যায়ে 'ফারাগ্‌তা' প্রতিপালন করিয়াছিলেন বলিয়া অর্থাৎ এই 'দওরে-মযলুমিয়ৎ'—পীড়িত হওয়ার যুগটিতে পালনীয় সকল দায়িত্ব তাঁহারা পূরাপুরিভাবে পালন করেন। ইহার কোন অংশেই তাঁহারা অবহেলা করিয়াছেন অথবা সম্পূর্ণ পালন করেন নাই এমন হয় নাই। বস্তুতঃ তাঁহারা তাঁহাদের কুরবানীগুলি পূরাপুরি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ফলে মহা-সফলতা লাভ হয়। যদিও এই সফলতায় আরো অনেক জিনিষ ছিল, কিন্তু এই এক খুৎবায় ঐগুলির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু একটি অত্যুজ্জ্বল রূপ ও দৃশ্য ছিল—তাহা এই যে, মক্কার যালেম, সর্দারগণ মক্কা হইতে বাহির হইয়া যুদ্ধ দ্বারা যখন ইসলামকে মিটাইতে চাহিল, তখন তাহাদের মস্তক ও শবদেহ পিছনে ছাড়িয়া সেই জাতি মক্কায় ফিরিয়াছিল। তাহাদের বড় বড় সর্দার ঐ যুদ্ধে মারা গিয়াছিল। স্বপ্নে বা গল্পে মস্তকহীন অবয়বের দৃশ্য দেখা যায়, অর্থাৎ কোনো সময় যেমন দেহ-হীন মাথা চলা ফেরা আরম্ভ করে, বস্তুতঃ মক্কার কাফেরগণ তেমনিভাবে ধড় ছাড়িয়া প্রত্যাগমন করিয়াছিল। কারণ যে মস্তক বা মস্তিষ্ক মুসলমানদিগকে কতল করিবার ষড়যন্ত্র পাকাইয়াছিল, বা যে মস্তক বা মস্তিষ্ক ইসলামকে মিটানোর চিন্তা করিয়াছিল, উহাকে আল্লাহ্‌তায়ালা শেষ করিয়াছিলেন। ইসলাম শেষ হইল না। বস্তুতঃ, এই পর্যায়ে মুহাম্মদীয় উম্মৎ—যখন উহা একটি ক্ষুদ্র উম্মৎ ছিল এবং অত্যন্ত সংকটাপন্ন পর্যায়ে অতিক্রম করিতেছিল—তখন তাহারা তাঁহাদের দায়িত্বসমূহের যাবতীয় অংশাবলীসহ

সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং শেষ সীমানার কুরবানী পেশ করিয়াছিলেন।

সুতরাং, কার্যতঃ তাঁহারা এই আদেশ প্রতিপালন করেন এবং 'ফারাগতা'র প্রেক্ষিতে এক যুগ বা পর্যায়ের কুরবানী চরমে পৌঁছাইয়া 'ফান্‌সাব' সম্বলিত হুকুম পালন আরম্ভ পূর্বক পরবর্তী পর্যায়ের দিকে মনোযোগী হন। অর্থাৎ, 'বদর যুদ্ধে' যাহা প্রথম পর্যায়ের চরম সীমা ও পরিসমাপ্তি ছিল, নেহাৎ শানদার আঞ্জাম ছিল এবং খোদাতায়ালার প্রেমের এক আজীমুশ্‌-শান প্রকাশ ছিল। অন্য কথায়, তখন এক পর্যায়ের শেষ। পরবর্তী হুকুম কি? আরামে বস এবং ঘুমাও? তোমাদের আর কুরবানীর প্রয়োজন নাই? ফরমাইয়াছেন "ফান্‌সাব"—এক নব পর্যায় আরম্ভ। এই পর্যায়েও শেষ সীমানার চেষ্টা করিতে হইবে। জেহাদ করিতে হইবে। উচ্চমর্যাদা লাভের ও দৃঢ়ীভূত হওয়ার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। বস্তুতঃ এইরূপে মুহাম্মদীয় উম্মতের ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবনে আল্লাহ্‌তায়ালার পেয়ার লাভোর এক নব পর্যায় আরম্ভ হইল। প্রথমের পর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, এই প্রকারে চলিতে লাগিল। কিন্তু যখন মুহাম্মদী উম্মত 'ফারাগ্‌তা' পালন করিল, কিন্তু 'ফান্‌সাব' অনুযায়ী চলিল না এবং মনে করিল তাহারা সারা দুনিয়ার বাদশাহ্‌ হইয়া গিয়াছে, এখন "ফানসাব' পালন করিবার প্রয়োজন কোথায়—তখন তাহারা ধ্বংস হইল। স্পেন ইস্‌লামী রাষ্ট্রের একাংশ ছিল। মুসলমানগণ সেখানে রাজত্ব করিতেছিলেন। কিন্তু কোথায় এই অবস্থা ছিল যে, তারেকের সৈন্যবাহিনী প্রায় ১২ হাজারের মত ছিল। তাহারা সেখানে পৌঁছিয়া এক হিসাবে সারা ইউরোপের সহিত সংগ্রাম করিল এবং শেষ সীমানার কুরবানী করিল। সেখানে সমুদ্র তীরে তাঁহারা জাহাজগুলি পোড়ায় নাই, প্রকৃতপক্ষে সেখানে খোদাতায়ালার প্রতি প্রেমের শিখা প্রজ্জ্বলিত হইল। তাহারা বলিল, এই পার্থিব কুরবানী কি? আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার মহব্বতের শিখায় সব জিনিষই পোড়াইতেছি, যেন তাঁহার প্রেমের শীতলতা পাই। আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে তাঁহার প্রেমের শীতলতা দিলেন। ফলে মুসলমানগণের মুষ্টিমেয় সৈন্যের সম্মুখে খৃষ্টান ফৌজ টিকিল না—পরাজিত হইল। অথচ সমগ্র ইউরোপ মুসলমানগণকে মিটানোর জন্য একত্রিত হইয়াছিল। স্পেনেরই খৃষ্টান বাদশাহের অগণিত সৈন্য ছিল।

সেইরূপ, মুসলমানগণ তুরস্কের দিক দিয়া পোল্যাণ্ড পর্যন্ত গিয়াছিল। বস্তুতঃ এই যুগে যখন 'ফারাগ্‌তার' সঙ্গে 'ফান্‌সাব' ও প্রতিপালিত হইতেছিল, তখন যে শক্তিই মুসলমানগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহা অকৃতকার্য হইল—যে শত্রুই ইসলামকে মিটানোর চেষ্টা করিল, ধ্বংশ হইল।

তারপর, মুসলমানগণের উপর এক সময় উপস্থিত হইল যখন তাহারা বলিল যে তাহারা সারা দুনিয়াই পাইয়াছে, জীবনে যে কাজ করিবার ছিল, করিয়াছে—কুরবানীর আর প্রয়োজন নাই। কিন্তু ভাবিল না যে, মুহাম্মদী উম্মতের সমষ্টিগত জীবন তো কেয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘ। কিয়ামতের পূর্বে তো মুসলমানগণের যৌথ, সমষ্টি-

গত জীবন শেষ হওয়ার নয়। এজন্য মুহাম্মদী উম্মতের সমগ্র জীবনে এমন পর্যায় নাই যেখানে মুসলমান ভাবিতে পারে যে, 'ফা-ইযা ফারাগ্‌তা" পর্যন্ত সফলতার সহিত সম্পূর্ণ হওয়ার পর 'ফান্‌সাব' সম্বলিত হুকুম আর থাকে নাই। কিন্তু এই আয়াতের প্রেক্ষিতে কিয়ামত পর্যন্ত এক পর্যায়ের পর পর্যায়ান্তর, যুগের পর যুগান্তর কুরবানী দিতে হইবে।

যাহা হউক, যখন মুসলমানগণ মনে করিল যে, তাহারা তাহাদের সময়কার কুরবানীর সবগুলি অংশই পুরা করিয়াছে, আর তাহাদের আরো কুরবানী দেওয়ার প্রয়োজন নাই, তখন তাহারা ধ্বংস হইল। কিন্তু এই ধ্বংসলীলা পার্থিব দিক হইতে, আধ্যাত্মিক দিক হইতে নয়। এই কারণে হযরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস সালামু ওয়াস্‌সালাম ফরমাইয়াছেন যে, 'ফাইজে-আ'ওয়াজ' তথা বক্রযুগেও মুহাম্মদী উম্মতে আওলিয়া এত অধিক সংখ্যায় ছিলেন যে, সমুদ্রে জল-বিন্দুর ন্যায় দেখা যাইত। কিন্তু তাঁহারা মুহম্মদী উম্মতের কিছু ব্যক্তি মাত্র ছিলেন, বা কতক অংশ বিশেষ বা একত্রে অল্প অল্প দল ছিলেন। সারা মুহম্মদী উম্মত তো এরূপ ছিল না। বাতি যেমন জ্বলে এবং অল্প স্থান আলোকিত করে—এই ছিল আমাদের অবস্থা। কিন্তু সমগ্র উম্মৎ বা গোটা জাতীর যে দায়িত্বভার ছিল, তদ্বারা শুধু পাকিস্তানের মুসলমান, বা আফ্রিকার মুসলমান, বা মিসরের মুসলমান, বা ইরান প্রভৃতির মুসলমানকে বুঝায় না। বরং সমগ্র উম্মতের যে সকল দায়িত্ব বর্তে, তাহা পালন করা হয় নাই।

বস্তুতঃ ইসলামী ইতিহাসে আমরা এরূপ এক সময়েরও সাক্ষাৎ পাই, যখন মুসলমানগণ 'ফা-ইযা ফারাগ্‌তা'-এর পর 'ফানসাব'-এর প্রতি লক্ষ্য রাখে নাই। যখন এক পর্যায় শেষ হইল, তখন তাহারা পর্যায়ান্তরের দায়িত্ব সমূহের প্রতি ধ্যান দিল না।

এ যুগে উন্নতিঃ

সুতরাং, যদি মুহাম্মদী উম্মৎ বা আহমদীয়া জমাত তরক্কী করিতে চায়, তবে তাহাদের জন্য ইহা জরুরী যে, যে পাঠ (সবক) এই ক্ষুদ্র আয়াতটি হইতে শোনানো হইল, তাহা আমরা সর্বদা আমাদের সামনে রাখি এবং তদনুযায়ী আমরা প্রত্যেক পর্যায়ের কুরবানী সমূহ-কে কামালে (পূর্ণ মাত্রায়) পৌঁছানোর পর নব পর্যায়ের দায়িত্ব সমূহকে সামাল দেওয়ার জন্য শেষ সীমানার প্রচেষ্টা আরম্ভ করি। অতঃপর আমরা যেন আগে হইতে আগেই অগ্রসর হইতে থাকি। খোদা না করুন, আমরা পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম হইতে শিক্ষা গ্রহণ না করি এবং তাহাদের উপর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আমাদের উপরেও ঘটে। খোদা না করুন যে, কখনো এরূপ হয়।

একটি ছোট্ট বিষয় যাহা আজ আমি আপনাদিগকে বলিতে চাই এবং যাহার প্রতি আমি জামাতের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি, তাহা এই যে, ইসলামের প্রাধান্যের জন্য আমাদের যে 'আজিম' (সর্বাঙ্গীন) প্রচেষ্টা ও আজিম সংগ্রাম রহিয়াছে, উহারও একটা পর্যায় আছে, যখন জানী

ও মালী কুরবানী পেশ করার প্রয়োজন। কারণ, ইহা কোন সাধারণ কাজ নহে। ইহা এত আজীমুশ্‌শান কাজ যে, কোন কোন দুর্বল-চিত্ত এবং দুর্বল-ইমান মানুষ ভীত হইয়া পড়িবে। তাহারা মনে করিবে যে, ইহা এত বিরাট কাজ যে ইহা কিরূপে নির্বাহ হইবে? তবু সত্য এই যে, এই ক্ষেত্রে যত কাজ এপর্যন্ত নির্বাহ হইয়াছে, সে সম্বন্ধেও "কিরূপে নির্বাহ হইবে" সমস্যা ছিল। বস্তুতঃ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়া সাল্লাম যখন দাবী করিয়া ছিলেন, তখন কোন এক ব্যক্তিও তাঁহার হাতে দীক্ষা (বায়াত) নেওয়ার পূর্বে দুই শত উল'মা তাঁহার উপর কুফরের ফাৎওয়া লাগাইয়াছিল। তাঁহার (আঃ) মুহ্‌ফীলে দুই শত উলামার ফাতওয়া তো ছিল, কিন্তু আহমদী একজনও ছিল না। কারণ তখনো তিনি 'বায়াত' (দীক্ষা) লইতে আরম্ভ করেন নাই। কিন্তু আজ দেখ, সেই একক ধ্বনি, খোদা ও তাঁহার রসুলের (সাঃ) প্রেমপূর্ণ সেই আওয়াজ সারা জগতে সর্বক্ষণ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

সুতরাং, যাহা হইয়াছে, তাহাও প্রকৃত-পক্ষে এক 'মুজেযা'। এজন্য যখন আমরা এক 'মুজেযা' দেখিয়াছি, তখন ভবিষ্যতে যে সকল 'মুজেযা' প্রকাশিত হইবে ঐগুলি সম্বন্ধে নিরাশ কিরূপে হইতে পারি? খোদাতায়ালা তাহাও নিশ্চয়ই দেখাইবেন। অবশ্য একথা বুঝিবার প্রয়োজন আছে যে, যখন মুহম্মদী উম্মৎ বা আহমদীয়া জমাত ইতিপূর্বে তাহাদের কর্তব্য পালন করিয়াছে, তখন আমরা কেন আমাদের দায়িত্ব নির্বাহে অস্বীকার করিতে পারি, যাহা ভবিষ্যতে নব পর্যায়ে আমাদের উপর সমর্পিত হইবে।

ছোট ও বড় পর্যায়ঃ

আমি বলিয়াছি যে, মানব জীবনে ছোট-বড় নানা পর্যায় উপস্থিত হইয়া থাকে। আমাদের একটি পর্যায় 'অর্থ বৎসর' (মালী সাল) লইয়া গঠিত। এখন উহা শেষ হইতেছে। আমি বলিয়াছি, প্রত্যেকটি বৎসর পুরা হইলে 'ফারাগ্‌তা'-এর অবস্থার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ, যখন দায়িত্ব পূরা হয়, যখন সব অংশগুলি অনুযায়ী দায়িত্ব নির্বাহ করা হয়, তখন আবার উহার সহিত সম্মিলিত হওয়ার জন্য যে পর্যায়ান্তর আসে, উহারই সম্বন্ধে হুকুম হইতেছে 'ফান্‌সাব' (فانصب) অর্থাৎ, প্রত্যেক পর্যায়ের পরে 'ফারগ্‌তা' সংশ্লিষ্ট অবস্থা পয়দা হওয়া চাই। মানব চেষ্টা মুকাম্মল তথা পূরা হওয়া চাই। অসম্পূর্ণ থাকিবার নয় এবং প্রত্যেক পর্যায়ের শেষ যাহা ভাবী পর্যায়ের প্রারম্ভ, উহার জন্য আদেশ রহিয়াছে—'ফান্‌সাব'। অর্থাৎ, পূর্বা-পেক্ষাও অধিকতর জোর ইহাতে খাটাইতে হইবে।

যখন আমাদের বিগত মালী সাল শেষ হইল তখন আল্লাহ্‌তায়ালা জামাতের প্রতি এই বড় অনুগ্রহ করিলেন যে, আমাদের যে বাজেট ছিল বন্ধুগণ তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক চাঁদা দিয়াছিলেন। এখন যাহারা তরুণ বা যাহারা জামাতে নতুন দাখিল হয়, তাহারা মনে করে যে,

শুধু 'মালী কুরবানী" (অর্থ কুরবানী) করিব। ইহা ঠিক নয়। এজন্য আমাদের জামাতের আলেমগণের কর্তব্য তাঁহারা সর্বদা জামাতের সামনে দুইটি জিনিষ পেশ করিতে থাকিবেন— এক : জামাত প্রত্যেক অর্থ বর্ষের প্রারম্ভে আমাদের অর্থ-বল সম্বন্ধে একটা অনুমান স্থির করিয়া তদনুযায়ী যত পরিকল্পনা অর্থাৎ বাজেট তৈরী করে, তদপেক্ষা অধিক কুরবানী দেয়; দুই : এই সব মালী কুরবানীর ফলে আল্লাহ্‌তায়ালা যতখানি পেয়ার তাহারা আশা করিত তদপেক্ষা কত অধিক পেয়ার আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে করেন। 'ফাল-হামদু লিল্লাহে আলা যালেক'। (সে জন্য আল্লাহ্‌তায়ালারই সম্যক প্রশংসা)।

এখন এই যে নব অর্থ-বর্ষ চলিতেছে, ইহার প্রারম্ভে আমরা এই পণ করিয়াছিলাম যে, আমরা এই বর্ষের মধ্যে 'ফান্‌সাব' হুকুমের উপর 'আমল' করিব। পূর্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা করিব এবং এই বর্ষ বা এই পর্যায়কেও কামাল পর্যন্ত পৌঁছাইব। এখন এই 'মালী সালের' পর্যায়ের শুধু দুই মাস বাকী আছে। ইহা সত্য যে, পার্থিব দিক হইতে ইহা বড়ই অস্থিরতার সময় ছিল। ব্যবসায়ীদের জন্যও, চাষীদের জন্যও অস্থিরতা। তা ছাড়া, কোনো কোনো এলাকার অধিবাসীদিগকে তাহাদের বাস্তুত্যাগ করিতে হইয়াছে। এ জন্য দেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থা আক্রান্ত। কিন্তু জাগতিক আর্থিক বিপর্যয় আমাদের সংকল্প ও আমাদের ইরাদার উপর কোনো কুপ্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। একজন খাঁটি মোমেন তো আর্থিক বিপর্যয়ের কখনো পরওয়া করে না। কারণ, সে জানে যে, আসমান হইতে পরীক্ষারূপে বিপদ আপদ উপস্থিত হয়, বা আমরা নিজেরাই নিজেদের বিপদ সৃষ্টি করি। আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি, তাঁহার 'খোশ নুদী' হাসিলের জন্য আমাদের কষ্ট ভোগ বা কুরবানী দেওয়া বা স্বেচ্ছায় কষ্ট বরণ এজন্যই হইয়া থাকে যেন খোদাতায়ালা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

সুতরাং, বিশ্ব-বাসীকে জানিতে হইবে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার তওফিকে আর্থিক বিপর্যয় আহ্‌মদীয়া জমাতের কুরবানীসমূহের সম্মুখে কোনো বাধা জন্মাইতে পারে না। এ জন্য আপনারা এই দুই মাসের মধ্যে খোদার পথে কুরবানী দিন এই একীন সহকারে যে, আপনারা খোদা-তায়ালার পথে মালী কুরবানী করিলে পার্থিব সম্পদের দিক দিয়া দরিদ্র হইবেন না। কারণ, যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার পথে অর্থদান করে, সে দরিদ্র হয় না। বরং, আরো মালদার হয়। জগদ্বাসীকে তোমাদের ইহা জানাইতে হইবে যে আমাদের রবের তরফ হইতে যে পেয়ার প্রাপ্ত হইয়াছি, আমরা উহার সম্মান করি। আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার শোকর-গোজার বান্দা।

বস্তুতঃ, আমাদের 'আমল' ও কার্য দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে যে, পৃথিবীর অর্থ বিপর্যয় উপস্থিত হউক, পৃথিবীতে দৈব-দুর্বিপাক রূপে ঝড়-তুফান আসুক, বন্যা হউক, অনাবৃষ্টি হউক, পৃথিবীতে যাহাই হওয়ার হউক, আমাদের সংকল্প, আমাদের ইরাদা এবং আমাদের কুরবানীতে কোনো বাধা বা ত্রুটি ঘটাইবে না। আমরা পূর্বাপেক্ষা আরো আগে অগ্রসর হইব। কারণ আমি বলিয়াছি যে, 'ফানসাব'-এ শুধু পুনর্নোদ্যমে নূতনভাবে প্রচেষ্টার জেহাদ করাই নয়, বরং এই সব কিছু এই উদ্দেশ্যে, এই নিয়েতে করা যে, পূর্বিকার তলা যেন আরো মজবুত হয়। উহা আরো দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা আরো উচ্চ হয়। এই প্রকারে আমরা ঊর্ধ হইতে ঊর্ধে উঠিত থাকিব এবং খোদাতায়ালার সন্নিকট হইতে থাকিব।

আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার ফযল দ্বারা আমাদিগকে এই মূল-ভিত্তিক নীতি বুঝিবার এবং ইহা অনুযায়ী আমাদের জীবন সংশোধন ও আমল করিবার তৌফিক দিন।

অনুবাদ : এ, এইচ ক্রম, আলী আনওয়ার

আমাদের সালানা জলসার সহিত মহা কল্যাণ ও রহমত বিজড়িত রহিয়াছে।

যদি পথে হাজার বাধা-বিপত্তিও থাকে, তবুও তাহা ডিঙ্গাইয়া আসুন এবং পূর্বাপেক্ষা অধিক অংখ্যায় জলসায় যোগদান করুন।

জুমার খোৎবা

হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ্ সানেস (আইঃ)

(৫ই নভেম্বর, ১৯৭৬ ইং রাবওয়ায় প্রদত্ত এবং ৫ই নভেম্বর আল-ফজলে প্রকাশিত)

তাশহুদ ও তায়াউজ এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর বলেন: 'আল-ফজলের মাধ্যমে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, এ বৎসর কতকগুলি অনিবার্য কারণে সালানা জলসার তারিখ পরিবর্তন করা হইয়াছে। এখন সালানা জলসার জন্য ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বরের স্থলে ১০, ১১ ও ১২ ই ডিসেম্বর তারিখ নির্ধারণ করা হইয়াছে।

সালানা জলসার ব্যবস্থাদি অতিশয় ব্যাপক এবং উহার জন্য বিপুল প্রস্তুতি নিতে হয়। কেননা জলসায় যোগদানকারীদের সংখ্যা এক লাখ ছাড়াইয়া গিয়াছে। জলসার ব্যবস্থাদি বিষয়ে আমি দোওয়া করি এবং আশা রাখি যে, ব্যবস্থার দায়িত্বভার যাঁহাদের উপর ন্যাস্ত, তাঁহারা উহা পূর্ণাপুরিভাবে সুসম্পন্ন করার চেষ্টা করিবেন এবং আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার অপার অনুগ্রহে তাহাদিগকে উত্তমরূপে ও উৎকৃষ্টতম পন্থায় সকল ব্যবস্থা সমাধা করার তওফিক দান করিবেন।

আমি এই প্রসঙ্গে এমন কয়েকটি কথার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই যাহাদের সম্পর্ক কেবল ব্যবস্থাপক বৃন্দের (মুস্তাযিমগণের) সঙ্গেই নহে বরং সমগ্র জামাতের সঙ্গে।

প্রথম কথা, বিগত কয়েক বৎসর হইতে আমরা যে পরিস্থিতির ভিতর দিয়া অতিক্রম করিতেছি, উহার দরুন রাবওয়ার ঘর-বাড়ীর সংখ্যা সেই পরিমাণে বাড়িতেছে না যে পরিমাণে ঐ সংখ্যা পূর্বের বৎসরগুলিতে বাড়িত। যদিও ঘর-বাড়ীর সংখ্যা যথা পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নাই, তথাপি আল্লাহ্তায়লার ফজলে জলসায় যোগদানকারীদের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং বন্ধুগণ আল্লাহ্-তায়াল'র ফজলে পূর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় আসিতে শুরু করিয়াছেন। যাঁহারা পকিস্তানের বিভিন্ন অংশ হইতে হযরত ইমাম মাহ্দী আঃ-এর মেহমান হিসাবে জলসায় উপস্থিত হন, অথবা যে বন্ধুগণ মাহ্দী আলাইহিস সালামের আওয়াজে সাড়া দিয়া বহির্দেশ হইতে আগমন করেন, তাঁহাদের থাকার ব্যবস্থা করা শুধু মুস্তাযিমগণেরই দায়িত্ব নয় বরং তাহা রাবওয়ার (কেন্দ্রের) অধিবাসীদেরও কাজ।

পূর্বে যে দালানবাড়ীগুলি মেহ্‌মানদের থাকার জন্য নির্দিষ্ট থাকিত উহাদের এক বৃহদাংশ বা অধিকাংশ আমাদের নিজস্ব স্কুল কলেজের অট্টালিকাসমূহ ছিল। পরে সরকার দেশের সকল স্কুল-কলেজ এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত করিলেন যে তাহাতে শিক্ষাক্ষেত্রে দেশের উৎকৃষ্টতর খেদমত সাধিত হইতে পারিবে। সুতরাং আমাদের স্কুল-কলেজও ঐভাবে রাষ্ট্রায়ত্ব করা হইল এবং উহাদের পরিচালনা ভার এবং মালিকানা স্বত্ব সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হইল। আমরা শুধুমাত্র রাবওয়াতেই উক্ত স্কুল এবং কলেজের কোটি কোটি টাকা মূল্যের এমারতসমূহ প্রশস্ত চিত্তে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সরকারের হাতে তুলিয়া দেই। কেননা জামাত যে সকল শিক্ষাকেন্দ্র খুলিয়াছিল তাহা জাতির খেদমতের উদ্দেশ্যেই খুলিয়াছিল, অন্য কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য তাহাদের ছিল না। তাহাদের স্কুল-কলেজের কোটি কোটি টাকা মূল্যের এমারত সমূহ জাতীয় স্বার্থে খুশীর সহিত সরকারের নিকট সমর্পণ করিবার পর যদি কয়েকদিনের জন্য এই আট্টালিকাগুলি জামাতের ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে স্থানীয় সরকারী অফিসারদের উহাতে কোন আপত্তি থাকা উচিৎ নয় এবং যদি ইহাদের ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ায় তাহাদের মনে সংকোচ বোধ হয়, তাহা হইলেও তাহাদের গোটা ও সার্বিক বিষয়টির উপর বিবেচনা করিয়া উদার নীতির পরিচয় দেওয়া উচিত। যদি জলসার দিনগুলিতে স্কুল ও কলেজের ইমারতগুলি আমরা পাইয়াও যাই, তবুও আমি আশা করি যে এই বৎসর বন্ধুগণ জলসায় এত অধিক সংখ্যায় যোগদান করিবেন যে এই সকল অট্টালিকা ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া সত্বেও স্থানাভাব পরিলক্ষিত হইবে। আমি ইহাও জানি যে, আগমনকারী বন্ধুগণ ঐ স্থানাভাবের পরওয়া করিবেন না। তাঁহারা কষ্ট স্বীকার করিয়া লইবেন এবং সংকীর্ণ জায়গাতেও সংযুক্ত হইয়া যাইবেন। কিন্তু এতদ্ব সত্বেও তাঁহারা জলসায় নিশ্চয়ই আসিবেন এবং ইনশাআল্লাহ্‌ পূর্বাপেক্ষা অনেক অধিক সংখ্যায় আসিবেন। তথাপি এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন ইহা নয় যে, আগমনকারী মেহ্‌মানগণ স্থানাভাবের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিবেন না। বরং রাবওয়ার অধিবাসীদের জন্য বিবেচ্য বিষয় এই যে তাহারা নিজেরা হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর মেহমানগণের থাকার জন্য কী কুরবাণী পেশ করিলেন? এজন্য আমি রাবওয়ার অধিবাসীদিগকে বলিব আপনারা আগের চাইতে বেশী আগ্রহের সহিত এবং বেশী সংখ্যায় ও পরিমাণে নিজেদের ঘর বাড়ী বা সেগুলির অংশবিশেষ মেহ্‌মানদের উদ্দেশ্যে পেশ করুন। অবশ্য ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এই দিনগুলিতে সমস্ত ঘরেই মেহমান অবস্থান করিয়া থাকেন। কোন একটি গৃহও এমন থাকে না, যেখানে কোন মেহ্‌মান থাকেন না। কেননা সকলেরই আত্মীয়-স্বজন জলসা উপলক্ষ্যে রাবওয়ায় আসেন। কিন্তু যে পরিবার গুলির কোন আত্মীয় রবওয়ায় নাই, তাহাদিগকেও রাখা এবং সেবা-যত্ন করার দায়িত্ব রাবওয়াবাসীর উপরেই ন্যাস্ত। আমি তাঁহাদিগকে বলি যে, ঐ সকল পরিবারের জন্য নিজেদের গৃহের অংশ পেশ করুন। যদি একটি ক্ষুদ্র কক্ষও দান করিতে পারেন, তাহা সালানা জলসার ব্যবস্থাপনার নিকট হস্তান্তর করুন। মোটকথা নিজের গৃহের যে অংশটুকুও মেহ্‌মানদের জন্য খালি করিতে পারেন, তাহা খালি করিয়া নিশ্চয়ই পেশ করুন।

দ্বিতীয় কথা আমি বহিরাগত মেহমানদিগকে বলিতে চাই যে আল্লাহতায়ালার ফজলে বাহির হইতে আগমনকারী মেহমানগণের সংখ্যা প্রতি বৎসর বাড়িয়া চলিয়াছে কিন্তু স্বেচ্ছাসেবী

কর্মীগণের সংখ্যা তদনুপাতে বাড়িতেছে না। সালানা জলসার অফিসার সাহেব, আমাকে বলিয়াছেন যে, মেহমানদের ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে একা রাবওয়ার স্বেচ্ছাসেবীগণের পক্ষে জলসার ব্যবস্থাকে সামাল দেওয়া সম্ভব পর হইতে পারে না। সেজন্য ইহা জরুরী হইয়া পড়িয়াছে যে, যে সকল আহ্‌মদী বাহির হইতে জলসায় যোগদান করেন তাঁহারা যেন নিজ দিগকে খেদমতের জন্য স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে পেশ করেন। প্রত্যেক মোকামী জমাতের আমির বা প্রেসিডেন্ট তাহাদের নামের তালিকা কেন্দ্রে যেন পাঠাইয়া দেন।

তৃতীয় কথা যাহা আমি বলিতে চাই উহার সম্পর্কে সমস্ত জগতের আহমদীদের সহিত। আমাদিগকে বলা হইয়াছিল, প্রশাসনের সুবিধার্থে জলসার তারিখ গুলি পরিবর্তন করিতে। আমরা চক্ষু বুঝিয়া জলসার তারিখ পরিবর্তন করি নাই, বরং সহযোগিতার নিয়তে নীরবে তারিখ পরিবর্তন করিয়াছি। আমি জানিতাম, এই তারিখ পরিবর্তনে বন্ধুদের বহু কষ্টের সম্মুখীন হইতে হইবে। ২৬, ২৭, ও ২৮শে ডিসেম্বরের তারিখ গুলি পূর্ব হইতে নির্ধারিত। বন্ধুগণ সেই অনুযায়ী রাবওয়ায় আসার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহাদিগকে এই নির্দিষ্ট দিনগুলিতে ছুটি বা অবকাশ গ্রহণের জন্য পূর্ব হইতে ব্যবস্থা নিতে হয় এবং সিট (Seat) ইত্যাদিও পূর্ব হইতে রির্জাভ করাইতে হয়। কেননা অধিক সংখ্যায় একত্রে সফর করার জন্য দুই এক মাস পূর্বে সিট রিজার্ভের ব্যবস্থা করিতে হয়। মোট কথা, আমরা চোখ বন্ধ করিয়া জলসার তারিখ পরিবর্তন করি নাই।

আমি সারা বিশ্বের আহমদীদিগকে বলিতেছি যে, এক বা দশ নয়, বরং এক হাজার অসুবিধা ও বাধাবিঘ্নও যদি চলা পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলেও সেই সকল অসুবিধাকে আয়ত্ব করিয়া এবং সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চলিয়া আস। কেননা, আমাদের জলসার সহিত বহুবিধ মহা কল্যাণ ও আজিমুশ্‌শান বরকত সমূহ বিজড়িত আছে। যে কোন দুঃখ কষ্ট তোমাদের সহ্য করিতে হউক না কেন, তাহা তোমরা সহ্য করিবে, পথে যে কোন বাধাই আসিয়া পড়ুক না কেন, উহাকে তোমরা আয়ত্বে আন এবং প্রত্যেক অসুবিধা ও প্রত্যেক বাধার প্রতি কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ না করিয়া দৌড়াইয়া আস এবং জলসার আজিমুশ্‌শান বরকত সমূহের দ্বারা ভূষিত হও।

এই জামাত খোদাতায়ালার কায়েম-কৃত জামাত। ইহা ঘোষণা এই করিয়াছে যে, তাহার যাহা কিছু আছে তাহা তাহার নয় বরং উহা খোদাতায়ালার। জামাত ঘোষণা করিয়াছে যে, আমাদের সব কিছুই মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য উৎসর্গীত। উহা দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে এই আওয়াজ উত্থিত করিয়াছে যে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সারা জগতে ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার করা। আমরা আল্লাহ ও রাসুলের সহিত এই অঙ্গীকার করিয়াছি যে, আমরা এই পথে সব কিছু কুরবানী করিব। সুতরাং আপনারা সেই জামাতের সদস্য হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণকারী রসুল মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সহিত যে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছেন উহারই পরিপ্রেক্ষিতে আপনারা ইসলাম বিরোধী সকল আন্দোলনকে ইহা জানাইয়া দেন যে, কোন অসুবিধা ও বাধা-বিঘ্ন আমাদের পথ রোধ করিতে পারে না। নিজেদের স্বত্বায় খোদাতায়ালার নিকট হইতে কুদরতের নিদর্শন কামনা কর এবং তাঁহার নিকট দোওয়া কর, তিনি যেন জলসার জন্য আগমনকারীদিগকে পূর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় আগমনের তওফিক দান করেন এবং স্বীয় কুদরতের নিদর্শন প্রদর্শন করেন। (আমিন)

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

খোদ্দাম ও আতফালের পাতা ঃ (৫)

(বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া কর্তৃক সংকলিত)

১। প্রশ্ন-উত্তর বিভাগ

প্রশ্ন :—ইসলামের পূর্ণ-প্রচার ও পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্য আহমদীয়া জামাতের প্রধান দুইটি বিষয়ের বর্ণনা করুন।

উত্তরঃ—আল্লাহতা'লার নির্দেশে আহমদীয়া জামাত ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে, হিজরী ১৩০৬ সনে অর্থাৎ হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মাথায় হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোককে এবং মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শকে বিশ্বব্যাপী পূর্ণ প্রচার এবং পুনঃ-প্রতিষ্ঠার কল্পে আল্লাহতা'লার নির্দেশে তিনি যে বাস্তব, শান্তিবাদী, ও যুক্তিপূর্ণ কর্মসূচী গ্রহণ করেন তাহা 'ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলন' নামে আজ পৃথিবীর কোনায় কোনায় বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকার পঞ্চাশটিরও অধিক দেশে আহমদীয়া ধর্ম-প্রচারকগণ এক মহান আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া কাজ করিয়া যাইতেছেন। আহমদীয়া জামাতের সুযোগ্য খলিফার নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ আহমদীয়া মুসলমান নিজ নিজ জীবন, অর্থ-সম্পদ, মান-সম্মান অপেক্ষা আল্লাহ ও তাঁহার প্রিয় রসুল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মর্যাদাকে অধিকতর গুরুত্ব দান করেন। আহমদীয়া জামাতের কর্ম প্রচেষ্টার মধ্যে দুইটি প্রধান বিষয় হলো :—(১) বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার বা "তবলীগ" এবং (২) ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শকে মুসলমানদের মধ্যে সদা-জাগ্রত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য যথাযথ "তালিম ও তরবীয়তের" ব্যবস্থা করা।

ইসলাম প্রচার কল্পে খেলাফতের পরিচালনাধীনে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত ধর্ম-প্রচারক পাঠানো হইতেছে, মসজিদ, লাইব্রেরী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হইতেছে, কোরআন করীমের অনুবাদ ও তফসির বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করা হইতেছে, নানা ভাষায় ইসলামী লিটারেচার, দৈনিক, সাপ্তাহিক মাসিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা হইতেছে। জামাতের কেন্দ্রে এবং পৃথিবীর পঞ্চাশটিরও অধিক দেশে সর্বত্র এই সকল কাজ-কর্ম শান্তি-পূর্ণভাবে সম্পাদন করার জন্য সুষ্ঠু এবং সুশৃঙ্খল সংগঠন (নেজাম) রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া জামাতের কয়েকটি শাখা প্রতিষ্ঠান 'তাহরীকে জদীদ' 'তালিম', 'ইসলাহ ও ইরশাদ' প্রভৃতি বিভাগ এই সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে এবং ক্রমাগত গতিতে করিয়া যাইতেছে যাহার ফলে দিকে দিকে ইসলামের মহান শিক্ষার আলোক ছড়াইয়া পড়িতেছে। সারা পৃথিবীতে

আহমদীয়া জামাতের মাধ্যমে ইসলামের মহা-সম্ভাবনাময় বীজ বপনের কাজ চলিতেছে শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল কর্ম-পদ্ধিতে ও প্রশিক্ষনের মাধ্যমে (আল-হাম্‌দু লিল্লাহ)।

শুধু ইসলাম প্রচার করাই যথেষ্ট নয়—ইসলামী শিক্ষাকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুশীলন করিতে হইবে। প্রত্যহ সকাল হইতে পর দিন সকাল পর্যন্ত, জীবনের শুরু হইতে যৌবন এবং যৌবন হইতে বার্ধক্য এবং মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেকটি ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শকে মনে-প্রানে অনুশীলন করিতে হইবে। ইসলামের পূর্ণতম জীবন-ব্যবস্থা নিজ নিজ জীবনে অনুশীলন করার জন্য আহমদীয়া জামাত বাস্তবক্ষেত্রে তালিম ও তরবীয়তী কর্ম-পন্থা গ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যেকটি আহমদী পরিবার, আহমদীয়া শাখা-জামাত, এবং কেন্দ্র এই তালিম-তরবীয়তের কাজ করিয়া যাইতেছে। কোন কোন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাও রহিয়াছে। তাহা ছাড়া আহমদী ধর্ম-প্রচারক এবং মোয়াল্লেমগণ বিভিন্ন স্থানে তালিম-তারবীয়তের কাজে নিয়োজিত রহিয়াছেন। আহমদীয়া জমাতের শাখা-প্রতিষ্ঠান "ওয়াক্‌ফ জদীদ", 'তালীম ও তরবীয়ত, প্রভৃতি বিশেষভাবে কাজ করিয়া যাইতেছে। আভ্যন্তরীণ তালিম ও তরবিয়তের কার্যাবলীকে আরো মজবুত করার উদ্দেশ্যে সমস্ত আহমদীদেক পাঁচটি শাখায় বিভক্ত করা হইয়াছে—বয়স্কদের জন্য 'মজলিশে আনসারুল্লাহ্', যুবকদের জন্য 'খোদ্দামুল আহমদীয়া' ছোট ছেলেদের জন্য 'আতফালুল আহমদীয়া', মেয়েদের জন্য "লাজনা ইমাউল্লাহ" ও "নাসেরাতুল আহমদীয়া" নিজ নিজ ক্ষেত্রে তালীম ও তরবীয়তের কাজে নিয়োজিত রহিয়াছে।

ইসলামের পূর্ণ-প্রচার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা কল্পে প্রত্যেকটি আহমদী অকাতরে অর্থ-সাহায্য করে থাকেন। মোটকথা, আর্থিক আনুকূল্য, সুশৃংখল সাংগঠনিক কর্ম-তৎপরতা, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা—সর্বোপরি খেলাফতের মহান রুহানী নেতৃত্ব এবং আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ সাহায্য ও সমর্থনই আমাদের পথ ও পাথেয়। যে কাজ যত বড়ো—তার জন্য তত বেশী কুরবানী এবং অর্থ-সম্পদ ও সময়ের প্রয়োজন হয়। ইন্‌শাআল্লা আহমদীয়া জমাতের কর্ম-প্রচেষ্টা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জয়যুক্ত হইবে।

২। মর্জালিস বার্তা

০ ০ *বিশেষ এলান :—প্রত্যেক মজলিসের কায়েদকে তাহাদের কাজ-কর্মের রিপোর্ট নিয়মিত পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।*

০ চট্টগ্রাম মর্জালিস : বিগত ২৯/১২/৭৬ তারিখে অত্র মজলিসে বাদ মাগরিব একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নায়েব সদর জনাব খলীলুর রহমান সাহেব খোদ্দাম ভাইদেক তাহাদের বাস্তব জীবনের প্রতিটি মুহুর্তে প্রতিটি কাজে প্রকৃত ইসলামী আদর্শ প্রতিফলিত করিতে উদাত্ত আহ্বান জানান। উক্ত সভায় কায়েদ জনাব বি, এ, এম, আবদুস সাত্তার সাহেব এবং নূরুদ্দীন আহমদ সাহেব বক্তৃতা করেন।

০ খুলনা মজলিস : খুলনা মজলিসে ১৯/১১/৭৬ তারিখে নায়েব সদর সাহেবের সভাপতিত্বে একটি তালিম-তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্থানীয় কায়েদ জনাব খালেদ হুজ্জাতুল ইসলাম সাঈদ এবং জনাব আবদুল আজীজ মজলিসের কাজ-কর্মের রিপোর্ট পেশ করেন। (পরবর্তীকালে অনুষ্ঠিত সকল সভা ও কাজ-কর্মের রিপোর্ট পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে)।

০ নুসরতাবাদ (চরদুখিয়া) মজলিস :—অত্র মজলিস হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, সেখানে সাপ্তাহিক মাসিক সভা, অন্যান্য তালিম ও তবলিগী সভা, চা-চক্র, আলোচনা ও অন্যান্য কার্যক্রম খুবই উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। (পরবর্তীকালে যে সকল কাজ-কর্ম হইয়াছে তাহার রিপোর্ট পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে)।

০ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার চাঁদার বাজেট :

যে সমস্ত মজলিস এখন পর্যন্ত ১৯৭৬-৭৭ সনের চাঁদার বাজেট পাঠায় নাই সেই সকল মজলিসের কায়েদ ও নায়েম সাহেবদের সত্বর বাজেট পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

"বিশেষ শিক্ষামূলক ক্লাশ"

০ ঢাকা—নারায়ণগঞ্জ—তেজগাঁও মজলিস : গত ২৬/১১/৭৬ তারিখে তিনটি মজলীসের কয়েকজন আগ্রহী খোদ্দামের উপস্থিতিতে একটি বিশেষ শিক্ষামূলক ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্লাশে সাধারণ আরবী ও উর্দু ক্লাশ, সাদাকাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ), কোরআন ও হাদিসের ক্লাশ, এবং সাধারণ জ্ঞানের ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। দুপুর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয় এবং সদর মুরুব্বী মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, জনাব মাসুদুর রহমান এবং জনাব মোঃ খলিলুর রহমান ক্লাশ পরিচালনা করেন। প্রতি মাসের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় রবিবারে দুপুর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই বিশেষ শিক্ষামূলক ক্লাশ হইতে থাকিবে—ইন শাল্লাহ্। ২৩/১/৭৬ তারিখেও অনুরূপ ক্লাশ হয়।

৩। সেমিনার বার্তা

০ ঢাকা—নারায়ণগঞ্জ—তেজগাঁও মজলিস : গত ২৮/১১/৭৬ তারিখে বাদ মাগরিব "আমাদের শিক্ষা" এবং ২৬/১২/৭৬ তারিখে "তবলিগে হক" পুস্তকের উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সেমিনারে জনাব মোশরফ হোসেন এবং দ্বিতীয় সেমিনারে জনাব আবদুল জলিল প্রবন্ধ পাঠ করেন। উভয় সেমিনার নায়েব সদর সাহেব পরিচালনা করেন। প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রোতাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন যাহাতে জনাব সদর মুরুব্বী আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং জনাব মাসুদুর রহমান সাহেব অংশগ্রহণ করেন।

০ চট্টগ্রাম মজলিস : বিগত ৩১/১২/৭৬ তারিখে স্থানীয় মসজিদে "ইসলামী নীতি দর্শনের" উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে কায়েদ জনাব বি, এ, এম, এ, সাত্তার সাহেব বক্তৃতা করেন। খোদ্দামের উপস্থিতি সন্তোষজনক ছিল।

০ সুন্দরবন মজলিস : অত্র মজলিস কর্ত্তিক ৩০/৫/৭৬ তারিখে 'ইসলামী নীতি-দর্শন' পুস্তকের উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। জনাব কাওছার আলী মোল্যা, জনাব আবু কাওছার এবং জনাব আব্দুস সাদেক সাহেব উক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। পরিশেষে সভাপতির ভাষণ দান করেন মোহতরম জনাব এ, কে, মহিবুল্লাহ সাহেব, সদর মুরুব্বী। (আলোচ্য সেমিনারের পর এখন পর্যন্ত যে সকল সেমিনার অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার রিপোর্ট পুনরায় পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।)

৪। কুরআন ক্লাশ

সুরা বাকারা : আয়াত নম্বর – ৯ :

ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين

(ওয়া মিনান্নাসে মাঁই-ইয়াকুলু আমান্না বিল্লাহে ওয়াবিল ইয়াওমেল আখেরে ওমা হুম বেমু'মেনিন।)

শব্দার্থ ঃ—মিন—হইতে, নাস্—মানুষদের, মান—যাহারা, ইয়াকুলু--বলে, আম'ন্না—আমরা বিশ্বাস করি, আমান্না বিল্লাহে—আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস করি, ইয়াওমেল আখেরে—আখেরাত বা শেষ-বিচার দিবস, মা—নয়. বে—সঙ্গে, অন্তর্ভূক্ত, মুমেনীন—বিশ্বাসীদের।

অনুবাদ :—এবং লোকদের মধ্যে কেহ কেহ এমন আছে যাহারা বলে, আমরা আল্লাহ্ এবং শেষ-বিচার দিনের উপর বিশ্বাস করি, কিন্তু তাহারা (সত্যিকার অর্থে) মুমেনীন বা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত নয়।

৫। হাদিসের ক্লাশ

(১) মা হালাকাম্-রুউন্ আরাফা কাদরাহু। ما هلك امرء عرف قدره

অর্থ :—সেই ব্যক্তি কখনই ধ্বংস হয় না যে নিজের মূল্য নিজে জানে।

(২) আত্তায়েবু মিনায্-যাম্বে কামাল লা-যাম্বা লাহু।

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

অর্থ :—পাপ-কর্ম হইতে সত্যিকারভাবে তওবাকারী (অনুশোচনাকারী) যেন সেই লোকের মত যে কখনই পাপ করে নাই।

(৩) আস্‌সায়ীদু মান্‌ উয়েজা বেগাইরেহী। السعيد من وعظ بغيره

অর্থ :—সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যে অন্যের দোষ-ত্রুটি হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে।

৬। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা :

আল্লাহতায়ালা কুরআন করীমে তিনটি সুরার মধ্যে ইসলাম ধর্মের অবশ্যাম্ভাবী বিজয়লাভ সম্বন্ধে এইভাবে ঘোষণা করিয়াছেন :—

هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون—

(হুয়াল্লাযী আরসালা রাসুলাহু বিল হুদা ওয়া দ্বীনেল হাক্কে লে-ইউজহেরাহু আলা দ্বীনে কুল্লেহী ওয়ালাও কারেহাল মুশ্‌রেকুন)।

অর্থ :—"আমরা সত্য-ধর্ম সহকারে এই রসুলকে প্রেরণ করিয়াছি এবং এই ধর্ম অন্যান্য সকল ধর্মের উপর বিজয় লাভ করিবে—মুশরেকগণ ইহা যতই অপসন্দ করুক।" (সুরা তাওবা : ৫ম রুকু ; সুরা ফতেহ : ৪র্থ রুকু এবং সুরা সাফ : ১ম রুকু)।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর ধর্ম-ব্যবস্থা পূর্ণ হইয়াছিল এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহও তাঁহার উপর পূর্ণ হইয়াছিল। ধর্মের এই পূর্ণতা এবং পূর্ণ-বিকাশের দুইটি অংশ হইল— (১) 'তকমীলে হেদায়েত" বা ধর্মের বিধি-ব্যবস্থার পূর্ণতা এবং (২) 'তকমীলে এশায়াতে হেদায়েত' বা ধর্মের পূর্ণ-প্রচার। প্রথমটির পূর্ণতা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়াছে। ইসলামের পূর্ণ প্রচার এখনও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় নাই—কারণ পৃথিবীর অধিকাংশ লোক এখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করে নাই।

ইসলাম সার্বজনীন, সর্বকালের ধর্ম এবং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সারা বিশ্বের রহমত বা 'রহমতুল্লিল আলামীন'। বিশ্বব্যাপী ইসলামের আধ্যাত্মিক বিজয় এবং অন্যান্য সকল ধর্মের উপর ইসলামের প্রাধান্য লাভ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌'তালা পবিত্র কুরআনে যে প্রতি-শ্রুতি দিয়াছেন তাহা বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলামের প্রথম যমানা হইতে সংঘটিত হইয়া আসি-তেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বদরের যুদ্ধ একটি পর্যায় ছিল, মক্কা-বিজয় একটি পর্যায় ছিল, মিশর, স্পেন, তুরস্ক পর্যন্ত ইসলামের বিস্তৃতি, ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায় ছিল। উপরিল্লিখিত প্রতি-শ্রুতি অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী ইসলামের পুন প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ-প্রচারের জন্য বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মহা-কল্যাণের ফলশ্রুতি স্বরূপ হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব সম্বন্ধে কোরআন করীমের অধিকাংশ তফসিরকারক ঐক্যমত প্রকাশ করিয়াছেন। 'তফসির ইবনে জারীর' নামক প্রসিদ্ধ তফসিরে লিখিত আছে : "অন্যান্য সকল ধর্মের উপর দ্বীনে ইসলামের বিজয় হইবে ঈসা ইব্‌নে মরীয়মের নযুলের সময়।" (হযরত ইমাম ইব্‌নে জারীর প্রনীত তফসির, পারা ২৮, পৃষ্ঠা—১৫৪)।

অনুরূপভাবে মৌলানা মুহাম্মদ ইসমাইল শহীদ সাহেব লিখিয়াছেন যে, অন্যান্য ধর্মের উপর প্রতিশ্রুত ইসলামী বিজয় হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর যমানায় সংঘটিত হইবে ('মনসবে ইমামত' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃষ্ঠা—৫৬ দ্রষ্টব্য)। তফসিরে কাদরী লিখিয়াছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) নাযেল হইলে ইসলাম অন্যান্য সকল ধর্ম ও মিল্লাতের উপর বিজয় লাভ করিবে (পৃষ্ঠা—৫৩৮)। শিয়া সম্প্রদায়ের মসনদ গ্রন্থাদিতে উপরোক্ত বিষয়ে লিখিত আছে যে "এই আয়াত 'আলে মুহাম্মদ (সাঃ)' অর্থাৎ মাহদী সম্পর্কে নাযেল হইয়াছে এবং তিনি সেই ইমাম যাঁহাকে আল্লাহতালা সকল ধর্মের উপর 'গাল্‌বা' বা বিজয় দান করিবেন।" (বেহারুল আনোয়ার, খণ্ড—১৩, পৃষ্ঠা—১১ দ্রষ্টব্য)।

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন :

"ইউহ্‌লেকুল্লাহু ফি যামানেহি আল-মিলালা কুল্লাহা ইল্লাল ইসলাম" অর্থাৎ—আল্লাহ-তা'লা তাঁহার (অর্থাৎ ইমাম মাহদীর) যুগে ইসলাম ব্যতিত সকল মিল্লত বা ধর্মকে বিলুপ্ত করিবেন।" (মেশকাত)।

মোটকথা কুরআন করীম, হাদিস শরিফ এবং প্রসিদ্ধ তফসির কারক-গণের মতে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রাধান্য ও বিজয় লাভ এক মহা-প্রতিশ্রুত বিষয়। এই মহান প্রতিশ্রুতি তথা ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং পূর্ণ প্রচার কোন সাধারন কাজ নয় অথবা কেচ্ছা-কাহিনী মূলক কল্পনার ফানুস নয়। হযরত আদম (আঃ) হইতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হইতে কেয়ামত পর্যন্ত এক দীর্ঘ সময় ধরিয়া ইসলামের মহা-বিজয়ের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে এই মহা-পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইতেছে। যাহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তি আছে এবং আল্লাহতালা যাহাকে সেই শক্তি দিয়াছেন একমাত্র তিনিই এই মহা-পরিকল্পনার কার্যকারিতা উপলব্ধি করিতে এবং সমাগত সত্য পথ ও পন্থাকে লাভ করিতে সক্ষম।

৭। দোয়াঃ

"রাব্বানা আতেনা মেল্লাহুন্‌কা রহমাতাঁও ওয়া হাইয়ে লানা মেন আমরেনা রাশাদা।" (আল কুরআন)

অর্থঃ—"হে আমাদের প্রভু! তোমার তরফ হইতে আমাদের উপর রহম কর এবং আমাদের কাজে আমাদিগকে সঠিক পথ ও সফলতা প্রদর্শন কর"।

[বিঃ দ্রঃ—উপরিলিখিত শিক্ষনীয় বিষয়গুলি এক মাসের মধ্যে শিক্ষা করার জন্য সকল খোদ্দাম, আতফাল ও নাসেরাতকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

আহদমী

৩১শে জানুয়ারী—১৯৭৭ ইং

"উৎকৃষ্টতম পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ"

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দৃষ্টিতে

"খোদাতায়ালা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়সাল্লামের জীবন দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

এক ভাগ দুঃখ বিপদ ও কষ্টের এবং দ্বিতীয় ভাগ বিজয়ের, যাহাতে বিপদের সময়ে ঐ সকল চারিত্রিক গুণের বিকাশ হয় যাহা বিপদের সময়েই প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং বিজয় ও ক্ষমতার সময়ে ঐ সকল চারিত্রিক গুণ প্রমাণিত হয় না। বস্তুতঃ এই প্রকারেই আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উভয় প্রকার চারিত্রিক মাহাত্ম্য, দুই সময়ে দুই অবস্থায় প্রকাশিত হওয়ায়, পূর্ণাঙ্গীনভাবে স্পষ্টাকারে সাব্যস্ত হইয়াছে। মক্কা মোয়ায্-যামায় তের বৎসর যে বিপদের যুগ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল, ঐ সময়কার জীবনী পাঠে ইহা সমুজ্জলরূপে প্রতিভাত হয় যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বিপদের সময় কামেল সাধুর জন্য যে চরিত্র প্রদর্শন করা দরকার অর্থাৎ খোদার উপরে ভরসা করা, উদ্বেগ ও অস্থিরতা হইতে দূরে থাকা, কর্মে শিথিল না হওয়া, কাহারও প্রভাবের ভয় না করা, এই সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট এমনভাবে প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, কাফেরগণ ঈদৃশ্য ধৈর্য দর্শনে ঈমান আনিয়াছিল এবং সাক্ষ্য দিয়াছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেহ খোদার উপর সম্পূর্ণ ভরসা না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেহ এই প্রকার এস্তেকামত দেখাইতে ও এই প্রকারের দুঃখ সহ্য করিতে পারে না।

অতঃপর, যখন দ্বিতীয় যুগ উপস্থিত হইল অর্থাৎ বিজয়, ক্ষমতা ও সমৃদ্ধির যামানা আসিল, সেই সময়েও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চ চারিত্রিক বৈশিষ্ট যেমন ক্ষমা, বদান্যতা এবং বিক্রম এরূপ কামেল আকারে প্রকাশিত হইল যে, কাফেরগণের এক বিরাট দল এই সব আখলাক দেখিয়াই ঈমান আনিয়াছিল। যাহারা তাঁহাকে শহর হইতে বাহির করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি নিরাপত্তা দিলেন, তিনি তাহাদের মধ্যে অভাবগ্রস্থ ব্যক্তিদিগকে অর্থদানে অর্থশালী করিলেন এবং কাবুতে পাইয়াও বড় বড় শত্রুকে তিনি ক্ষমা করিলেন। ফলে অনেক লোক তাঁহার চরিত্র দর্শনে সাক্ষ্য দিল যে, কেহ খোদার দিক হইতে না হইলে এবং প্রকৃত সাধু না হইলে, এহেন চরিত্র কখনও দেখাইতে পারে না, এই কারণেই তাঁহার শত্রুদের পুরাতন প্রতিহিংসা হঠাৎ লোপ পাইল। তাঁহার মহৎ সদ্গুণ, যাহা তিনি সাব্যস্ত করিয়া দেখাইলেন, তাহা কুরআন

শরীফে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহা এই :

قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ٥
(الانعام ١٦٣)

অর্থাৎ, "তাহাদিগকে বল : আমার এবাদত, আমার কুরবানী, আমার মরণ, আমার জীবন খোদার পথে উৎসর্গীকৃত, অর্থাৎ এ সব তাঁহার জালাল প্রকাশার্থে এবং তাঁহার বান্দাগণকে আরাম দেওয়ার জন্যই এবং আমার মৃত্যুতেই যেন তাহারা জীবন লাভ করে। এস্থানে খোদার পথে এবং বান্দার হিতার্থে মৃত্যুর কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে যেন কেহ মনে না করে যে তিনি নাউযুবিল্লাহ্ অজ্ঞদের বা উন্মাদগণের ন্যায় আত্ম-হত্যার সংকল্প করিয়াছিলেন, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া যে, নিজেকে কোন অস্ত্র দ্বারা ধ্বংস করিলে অন্যদের উপকার হইবে। বরং তিনি এই প্রকার নিষ্ফল ক্রিয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কুরআন এই প্রকার আত্মহত্যাকারীকে মহাপরাধী ও দণ্ডার্হ বলিয়া নির্ধারণ করে। যেমন বলা হইয়াছে : ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة (بقرة : ١٩٥)

অর্থাৎ, "আত্মহত্যা করিবে না এবং স্বহস্তে স্বীয় মৃত্যুর কারণ হইবে না"। প্রকাশ্য কথা, দৃষ্টান্তস্থলে, খালেদের উদরশূল হওয়ায়, যয়েদ তাহার প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া নিজ মাথা ফাটাইল যয়েদ খালেদের সম্পর্কে কোনই পূণ্যকর্ম করে না। বরং এই নির্বোধ ক্রিয়া দ্বারা অযথা আপন মস্তক ফাটাইল মাত্র। পূণ্যকর্ম তবেই হইত, যদি যয়েদ খালেদের সেবায় যথোপযুক্ত হিতকর চেষ্টায় তৎপর হইত, তাহার জন্য উত্তম ঔষধের আয়োজন করিত এবং চিকিৎসার নিয়মানুযায়ী তাহার শুশ্রূষা করিত। কিন্তু নিজ মাথা ফাটানোর ফলে খালেদের কোন উপকার হয় নাই। অযথা সে তাহার আপন দেহের এক মহান অংশকে দুঃখ প্রদান করিল। বস্তুতঃ, এই আয়াতের মর্ম এই যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রকৃতই সহানুভূতি ও পরিশ্রমের দ্বারা মানব জাতির উদ্ধারের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। দোওয়ার দ্বারা, প্রচারের দ্বারা, তাহাদের জোর যুলুম সহ্য করার দ্বারা, সব রকমের উপযুক্ত বিজ্ঞোচিত পন্থাবলম্বনের দ্বারা তাঁহার প্রাণ এই পথে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যেমন, আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু বলেন :

لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ٥ (الشعراء : ٣)
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات (فاطر : ٩)

অর্থাৎ, "তুমি জনগণের জন্য যে দুশ্চিন্তা ও কঠোর পরিশ্রম করিতেছ, তদ্বারা কি নিজকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে ? যাহারা সত্যকে গ্রহণ করে না, তাহাদের জন্য কি তুমি দুঃখ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিবে ?" সুতরাং, জাতির মঙ্গলার্থে প্রাকৃতিক বিধান-সম্মত হিতকর পন্থানুযায়ী নিজ আত্মার উপর কষ্ট বরণ এবং চেষ্টা তদ্বীর দ্বারা তাহাদের জন্য

প্রাণোৎসর্গ করা। ইহা নহে যে, জাতিকে মহাবিপদাপন্ন বা বিপথগামী দেখিয়া বা তাহারা আশঙ্কা জনক অবস্থায় নিপতিত বলিয়া আপন মাথায় প্রস্তরাঘাত করা বা দুই তিন রতি স্ট্রীক্-নিয়া খাইয়া ইহজগত হইতে বিদায় গ্রহণ করা এবং ভাবা যে আমি এই অপকর্ম দ্বারা জাতির মুক্তি সাধন করিয়াছি। ইহা পুরুষোচিত কর্ম নহে। ইহা স্ত্রীলোকের স্বভাব। কাপুরুষেরা সর্বদা এই পন্থা অবলম্বন করে। বিপদ অসহনীয় ভাবিয়া তাড়াতাড়ি আত্মহত্যার দিকে দৌড়ায়। এই প্রকারের আত্ম হত্যার যতই ব্যাখ্যা পরে দেওয়া হউক না কেন, কিন্তু এই ক্রিয়া বুদ্ধি ও বুদ্ধিমানের জন্য যে লজ্জাকর, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ইহা স্পষ্ট যে এই প্রকার মানুষের ধৈর্য ধারণ ও মোকাবিলা না করার কথা বিশ্বাস যোগ্য নহে। কারণ প্রতিশোধ গ্রহণের তাহার সুযোগ হয় নাই। কে জানে সে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ পাইলে কিনা করিত! যে পর্যন্ত মানুষের ঐ সময় না আসে, যখন তাহার বিপৎকাল, এবং ঐ সময়ও না আসে, যখন সে ক্ষমতাসীন, রাষ্ট্র ও ঐশ্বর্যের মালিক, সে পর্যন্ত তাহার প্রকৃত চরিত্র প্রকাশিত হইতে পারে না। স্পষ্ট কথা, যে ব্যক্তি কেবলই দুর্বলতা, অভাব ও অক্ষম অবস্থায় লোকের মার খাইতে খাইতে মরে এবং ক্ষমতা, রাষ্ট্র ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হয় না, তাহার সত্যকার সাধু চরিত্র প্রকাশিত হয় না। যে যুদ্ধক্ষেত্রে নামে নাই, তাহার প্রমাণ নাই যে, সে বীরাত্মা ছিল অথবা কাপুরুষ ছিল। তাহার চরিত্র সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিতে পারি না, যেহেতু আমরা জানি না সে শত্রুর উপর ক্ষমতা লাভ করিলে, তাহার প্রতি কেমন ব্যবহার করিত এবং ঐশ্বর্য লাভ করিলে, সে অর্থ জমা করিত বা দান করিত এবং কোন যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে সে লেজ গুটাইয়া পলায়ণ করিত না বীরত্বের পরিচয় দিত। কিন্তু খোদার অনুগ্রহ ও তাঁহার কৃপা, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট প্রকাশের সুযোগ দান করিয়াছিলেন। ফলে বদান্যতা, বীরত্ব, গাম্ভীর্য, ক্ষমা, ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার স্ব স্ব স্থানে এমন উৎকৃষ্ট আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, ভূ-পৃষ্ঠে ইহার নজীর নাই। তাঁহার অক্ষমতা ও ক্ষমতার, দরিদ্র ও ঐশ্বর্যের, দুই যুগেই সব বিশ্ববাসী দেখিয়াছে যে, সেই পবিত্রাত্মা কেমন উচ্চ পর্যায়ের মহান চরিত্র বৈশিষ্টসমূহের অধিকারী ছিলেন। মানুষের নৈতিকতার এমন কোন উন্নত বৈশিষ্ট নাই, যাহা প্রকাশের সুযোগ খোদাতায়ালা তাঁহাকে দেন নাই। বীরত্ব, বদান্যতা, ধৈর্য, স্থৈর্য, ক্ষমা, গাম্ভীর্য ইত্যাদি যাবতীয় উন্নত চারিত্রিক মহিমা এরূপ সাবাস্ত হইয়াছে যে, পৃথিবীতে উহার দৃষ্টান্ত মিলা অসম্ভব।"

(ইসলামী নীতি-দর্শন)

আহমদী —১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ ইং

খত্‌মে নবুওত

হযরত মসীহ্‌ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর বাণীর আলোকে

"মুহাম্মদীয় নবুওত ব্যতিরেকে সমস্ত নবুওতের দুয়ার বন্ধ"

"আমরা যে একীন (দৃঢ় বিশ্বাস) ও মা'রেফত (পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান) এবং সুপ্রমাণিত অন্তর্দৃষ্টির সহিত আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে 'খাতাম'ন্নাবীয়ীন' বলিয়া মানি এবং বিশ্বাস করি, উহার লক্ষ ভাগের এক ভাগও অন্য লোকেরা মানে না। তাহাদের সেইরূপ প্রতিভাও নাই। সেই সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য এবং গূঢ় রহস্য ও তত্ত্ব যাহা খাতামাল আম্বিয়ার (সঃ) খত্‌মে-নবুওতে অন্তর্নিহিত আছে, তাহা তাহারা বুঝেও না। তাহারা বাপ-দাদাদের নিকট হইতে একটি শব্দ শুনিয়াছে কিন্তু উহার প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ এবং তাহারা জানে না যে, খত্‌ম নবওত কি বিষয় এবং উহার উপর ঈমান আনার কি তাৎপর্য? কিন্তু আমরা পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামকে খাতমাল আম্বিয়া (নবীগণের খাতাম) বলিয়া বিশ্বাস করি, এবং খোদাতায়ালা আমাদের নিকট খত্‌মে নবুওতের প্রকৃত ও সঠিক তত্ত্ব খুলিয়া দিয়াছেন; উহার তত্ত্বজ্ঞানের শরবত হইতে যাহা আমাদিগকে পান করানো হইয়াছে তাহাতে আমরা এমন এক বিশেষ আস্বাদন উপভোগ করি, যাহা অন্যেরা আন্দাজও করিতে পারে না, শুধু সেই সকল ব্যক্তি ছাড়া, যাহারা ঐ প্রস্রবন হইতে পান করেন।" (মলফুজাত)

"আল্লাহ্‌জাল্লাশানুহু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে খাতম (বা মোহর) ধারী হিসাবে নিরূপিত করিয়াছেন, অর্থাৎ, তাঁহাকে আধ্যাত্মিক কামাল ও কল্যাণ বিতরণের জন্য মোহর দান করিয়াছেন যাহা অন্য কোন নবীকে দান করা হয় নাই। সেই জন্যই তাঁহার নাম খাতান্নবীয়ীন সাব্যস্ত হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহার পায়রবী ও অনুবর্তিতা নবুওতের কামালাত দান করে এবং তাঁহার রুহানী দৃষ্টি নবীর রূপ দানকরী। এই পবিত্রকরণ শক্তি (কুওয়তে কুদসীয়া) অন্য কোনও নবীকে দেওয়া হয় নাই।" (হাকিকাতুল ওহী)

"আমি যদি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত না হইতাম এবং তাঁহার পায়রবী ও আনুবর্তিতা না করিতাম, অথচ পৃথিবীর সমস্ত পর্বতের সমিষ্টি বরাবর আমার পুণ্য কর্মের উচ্চতা ও ওজন হইত, তাহা হইলেও আমি কখনও খোদার সহিত বাক্যালাপ ও তাঁহার বাণী লাভের সম্মানের অধিকারী হইতে পারিতাম না। কেননা এখন মুহম্মদীয় নবুওত ব্যতিরেকে অপর সমস্ত নবুওতের দুয়ার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শরীয়ত লইয়া আর কোন নবী আসিতে পারেন না। অবশ্য শরীয়ত ব্যতিরেকে নবী হইতে পারেন। কিন্তু এইরূপ নবী শুধু তিনিই হইতে পারেন, যিনি প্রথমে রসুল করীম (সাঃ)-এর উম্মতী (অনুবর্তী) হয়েন।" (তাজাল্লিয়াতে এলহিয়া পৃঃ ২৬)

অনুবাদঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

'খাতামান্নাবীয়ীন' ও বুজুর্গানে দ্বীনের অভিমত

ইসলমী পরিভাষার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত কথা 'খাতামান্নাবীয়ীন'। কথাটি মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রূহানী দার্জাসমূহের মধ্যে উচ্চতম অধিষ্ঠানের প্রকাশক। ইহা তাঁহার প্রেরোগেটিভ বা অনন্য মর্যাদা। যেমন, তিনি (আঁ-হযরত সাঃ) সাহাবায় কেরাম (রাঃ)-কে প্রতিদিন রোজা রাখায় তাঁহাকে অনুসরণ করিতে বারণ করিয়া বলিয়াছিলেন: "আমার কিছু এরূপ উচ্চ মোকাম ও মর্যাদাও আছে, যাহা শুধু আমার জন্যই নির্দিষ্ট"—যেমন হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আঃ) বলেন—"খত্‌মে নবুয়াতের মোকাম। ইহা এমন একটি মোকাম, যাহা দুনিয়ার দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ রাখে না। ইহার সম্বন্ধ সেই প্রিয় ও সার্বাধিক সুন্দর সত্তার সহিতই রয়েছে, যাঁহাকে দুনিয়া 'মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ্' (সাঃ)—এই প্রিয় পবিত্র নামে স্মরণ করিয়া থাকে।" (পাক্ষীক আহ্‌মদী, ১৫ই আগষ্ট সংখ্যা ১৯৭৪ ইং দেখুন)।

একটি খোৎবায় হুজুর আকদাস (আইঃ) বলিয়াছেন: "আল্লাহতায়ালার গুণে গুণান্বিত হওয়ার মোকামে অন্য মানুষ দূরে যাউক অন্য নবীও তাঁহার (সাঃ) প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে পারে না।" এই খোতবায় হুজুর (আঃ) মে'রাজের মা'রেফাত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন: "যদি কোনো উম্মতি তাঁহার (সাঃ) আনুবর্তীতায় সপ্তম আকাশে পৌঁছেন, তবে তাহা খতমে নবুওতের কিভাবে বিঘ্ন ঘটায়? খতমে নবুওতের মোকাম তো সপ্তম আকাশে নয়,—বরং অনেক উর্ধে—অনেক উপরে এবং খত্‌মে নবুওত বা মোকামে মোহাম্মদীয়াতের পর কোনো কিছু আর নাই—মহাসম্মানিত রব্বে করীমের আরশের পর কোনো মোকাম নাই।" [বিস্তারিত খোতবা আহ্‌মদীর.....সংখ্যা দ্রষ্টব্য]

'রাব্বে করীমের' আরশে স্থাপিত খাতামন্নবীয়ীনের এই মোকামে তিনি (সাঃ) ফায়েকে আম্বিয়া; এই মোকামে তিনি আদি ও অন্ত, অব্যয় ও চিরঞ্জীব—তিনি অনন্য, অবিনশ্বর ও তিনি খোদা-নোমা। তিনি ব্যতীত দীদার-এ-ইলাহীর দ্বিতীয় আর পথ নাই।

খাতামন্নাবীয়ীনের এই যে শান, তাহা আমরা জানি না, বুঝিতে পারিনা। তাহা মানব-বুদ্ধি ও মানব-কল্পনারও উর্ধে। তাই 'ফানা ফিররসুল"—এর পথে নবুওতের সপ্তম আকাশে উত্তীর্ণ মসীহ্ মওউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্-পাক বলিয়াছেন: 'বরতর গুমান ও ওহম ছে আহ্‌মদ (সাঃ আঃ) কি শান হ্যায়'। (দুরের সমীন)

আসলে জাহেরী আলেমরা 'খাতামান্নাবীয়ীনের' শান আনুমানও করিতে না পারিয়া এই ভিত্তিহীন কথাটা বলিয়া বেড়ান যে, পুনরায় কোনও নবীর আগমন হইলে খত্‌মে নবুওয়তে অন্তরায় সৃষ্টি হইবে। কিন্তু, রব্বানী উলামা চিরকাল বলিয়া আসিয়াছেন যে, খত্‌মে

নবুওতের পর উম্মতে মোহাম্মদীয়ার মধ্যে ফানা ফির রসুলের পথে গায়ের শরীয়তী নবীর আগমনের পথ উন্মুক্তই রহিয়াছে। নিম্নের উদ্ধৃতি গুলি লক্ষ্য করুন :

(১) উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) নির্দেশ দিয়াছেন : 'তোমরা তাঁহাকে (সাঃ) খাতামাল আম্বিয়া বলিবে—তাঁহার পরে নবী নাই একথা বলিবে না।'
(তাকমেলা মাজমাউল বেহার)

(২) ইমাম মোহাম্মদ তাহের (রহঃ) 'লা নবীয়াবাদীর' ব্যাখায় বলিয়াছেন : 'আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, এমন কোনো নবী হইবেন না, যিনি তাঁহার শরীয়ত রহিত করিবেন।' (ঐ)

(৩) হযরত মুহীউদ্দীন ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলিয়াছেন : 'রসুল (সাঃ)-এর আগমনে যে নবী বন্ধ হইয়াছে, তাহা শুধু শরীয়ত আনায়নকারী (তাশরীয়ী) নবুয়ত—নবুয়তের মোকাম নহে।' (ফতুহাতে মক্কীয়া)

(৪) হযরত বড় পীর সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) বলিয়াছেন : "নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে গোপনে তাঁহার বাক্য ও রসুল (সাঃ)-এর ব্যাক্যের অর্থ অবহিত করেন এবং এইরূপ মর্যাদাবান পুরুষ আউলিয়াগণের মধ্যে নবীর অন্তর্ভুক্ত।"
(আল ইয়াকিত ওয়াল জওয়াহর—নেবরাস)

(৫) ইমাম রাগেব (রাঃ) সুরা নেসার 'আনয়ামাল্লাহু আলাইহিম' এর ব্যাখায় বলিয়াছেন : 'তোমাদের মধ্যে যিনি নবী হইবেন তাঁহাকে নবীর সহিত মিলিত করিবেন, যিনি সিদ্দীক হইবেন তাঁহাকে সিদ্দীকের সহিত.....ইত্যাদি।' (তফসীর বাহরুল মুহীত)

(৬) মৌলানা রুমী (রহঃ) বলিয়াছেন : "খোদার পথে পূণ্য অর্জনের এমন চেষ্টা করো যেন, উম্মতের মধ্যে নবুওতের অধিকারী হইতে পার।" (মসনবী)

(৭) সৈয়দ আব্দুল করীম জিলানী (রহঃ) বলিয়াছেন : 'রসুল করীম (সাঃ)-এর হাদীস 'আমার বাদ নবী বা রসুল নাই'—দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, তাঁহার পর শরীয়ত দাতা কোন নবী নাই।' (ইনসানুল কামেল)

(৮) হযরত সৈয়দ ওয়ালি উল্লাহ শাহ্ দেহলবী (রাহঃ) বলিয়াছেন :

'আঁ-হযরত (সাঃ) দ্বারা নবুওত খতম হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহার পর এমন কোনো নবী আগমন করিবেন না যাঁহাকে খোদাতায়ালা শরীয়ত দিয়া লোকের প্রতি মামুর করিবেন।'
(তাফহিমাতে ইলাহিয়া)

(৯) দেওবান্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌঃ মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী (রহঃ) বলিয়াছেনঃ 'নবীকরীম (সাঃ)-এর পরও যদি কোনো নবী পয়দা হন, তথাপি মোহাম্মদীয়া খাতমিয়াতে কোনই পার্থক্য ঘটিবে না।' (তাহযিরুন নাস) বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন খতমে নবুয়ত ও আহমদী জামাত গ্রন্থ।

—শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

আহমদী

১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ ইং

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—১১)

সত্যতার প্রথম যুক্তি-প্রমান

সময়ের প্রয়োজনীয়তা :

প্রকৃতির একটি সাধারণ নিয়ম এই যে, কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনই অপূর্ণ থেকে যায় না। ক্ষুৎ-পিপাসা খাদ্যের সন্ধান দেয়—বিশুষ্ক, রৌদ্রদগ্ধ ভূমি আসমানের বারিধারাকে আকর্ষণ করে। জীব জগতেও দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে সেই সকল বৈশিষ্টের সৃষ্টি হয় যেগুলো তাদের বেঁচে থাকার জন্য অত্যাবশ্যক। জাতির জীবনে যখন কোন বিপদ দেখা দেয় তখন তাহাতেও ক্রমান্বয়ে এমন কতক গুনাবলীর সমাবেশ হতে দেখা যায় যার মাধ্যমে সেই বিপদ যথাসময়ে কাটিয়ে উঠা সম্ভবপর হয়।

প্রাকৃতিক জগতের এই সুস্পষ্ট নিয়মটি আধ্যাত্মিক জগতের জন্য আরো বেশী প্রযোজ্য, আরো বেশী সত্য ও প্রাঞ্জল। আর এরূপ হওয়াটাই আবশ্যক। মহা-প্রাচুর্যের অধিকারী আল্লাহ্তায়ালার পক্ষে ইহা কেমন করে সম্ভব যে, তিনি আমাদের পার্থিব প্রয়োজনসমূহ পূর্ণ করার জন্য এমন স্বতঃস্ফূর্ত এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে রেখেছেন, অথচ তিনি আমাদের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনসমূহ পূর্ণ করার জন্য অনুরূপ ব্যবস্থাদি করেন নাই।

বস্তুতঃ সৃষ্টি-জগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সৃষ্টির মহা উদ্দেশ্য পরিব্যাপ্ত রয়েছে। তাই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: وما خلقنا السموت والارض وما بينهما لعبين

(ওমা খালাক্‌নাস্ সামাওয়াতে ওয়াল আরজা ওমা বাইনাহুমা লায়েবাইন)

অর্থঃ— যথোপযুক্ত উদ্দেশ্য ব্যতিত আসমান, যমীন অথবা উহাদের মধ্যস্থিত কোন কিছুই আমরা ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই।" (সুরা আল দোখান : ২য় রুকু)।

যখন এই মহান উদ্দেশ্যের কথা মানুষ ভুলে যায় এবং এই উদ্দেশ্য হতে যখন তারা দূরে সরে চলে যায়, তখন তাদের মধ্যে এমন একজনের আগমন হয়ে থাকে যিনি তাদেরকে সঠিক পথে, পরিচালনা করেন; তাদের সর্ব প্রকার দুর্বলতার উর্ধে উত্থিত করেন এবং সহজ সরল পথ প্রদর্শন করেন। তাই আল্লাহ্তালা বলেছেন :

وان من شئ الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم

(ওয়া এম্-মিন শাইয়েন ইল্লা এন্দানা খাজায়েনুহু ওমা নুনায্যেলুহু ইল্লা বেকাদারিম মা'লুম)

অর্থঃ— আমাদের ধন-ভাণ্ডার— (মহাজ্ঞান ও হেদায়েত) হইতে আমরা যথাযথ পরিমাপ ব্যতিত কিছুই প্রেরন করি না।" (সুরা হিজর : ২য় রুকু)।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন :

ওয়া আতাকুম মিন কুল্লে মা সাল্‌তুমুহু) وا تكم من كل ما سا لتموہ

অর্থ : "তিনি তোমাদেক—তোমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সবকিছুই দিয়াছেন।" (সুরা ইব্রাহিম : রুকু-৫)।

আবার বলেছেন : ان علينا للهدى (ইন্না আলাইনা লাল হুদা)।

অর্থ : "নিশ্চয়ই হেদায়েত করার দায়িত্ব আমাদেরই।" (সুরা আল-লাইল)। যদি এরূপ না হতো, তা'হলে শেষ-বিচার দিনে মানুষ এই অভিযোগ করতে পারতো— যেভাবে কুরআন করীমে বলা হয়েছে : ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع ايتك من قبل ان نذل و نخزا

(রাব্বানা লাওলা আরসালতা ইলায়না রাসুলান ফানাত্তাবেয়া আইয়াতেকা মিন কাবলে আঁই নাযেল্লা ওয়া নাখ্‌যা")।

অর্থ : "হে আমাদের রব 'তুমি আমাদের নিকট কোন রসুল পাঠাও নাই কেন—যাহার ফলে তোমার নির্দেশাবলী অনুসরণ করিয়া আজ যেভাবে আমরা অবনত এবং অপদস্থ হইতেছি তাহা হইতে আমরা বাঁচিয়া যাইতাম।" (সুরা তা-হা : রুকু-৮)।

কিন্তু সেই দিন আল্লাহ্‌তায়ালা জ্বিন এবং মানুষকে বলবেন : "ওয়া ইউনযেরুনাকুম লেকায়া ইয়াওমেকুম হাযা, কালু শাহেদ না আলা আনফুসেনা ওয়া গাররাত হুমুল হাইতুদ্-দুনিয়া ॥"

অর্থ : "তাহারা কি তাঁহার (আল্লাহতা'তালার) রসুলগণকে পায় নাই যাহারা তাহাদিগকে এই দিন সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল ? তাহারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া বলিবে : হাঁ। উাহারা শুধু এই জাগতিক জীবন দ্বারা বিপথে পরিচালিত হইয়াছিল।" (সুরা আনাম : রুকু—১৬)।

সুতরাং, ইহা কিছুতেই সম্ভবপর নয় যে, মানুষ একদিকে ঐশী হেদায়েত বা পথ প্রদর্শনের প্রয়োজন অনুভব করবে, তথাপি অন্যদিকে হেদায়েতের জন্য কোন কিছুই আসবে না। আরো লক্ষ্যনীয় যে, মুসলমানদের জন্য হেদায়েতের ব্যবস্থার জন্য আল্লাহ্‌তা'লা বিশেষভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ্‌তা'লা ঘোষনা করেছেন :

ان نحن نزلنا الذكر و ان له لحفظون

(ইন্না নাহনু নায্‌যাল্‌নায্‌-যিকরা, ওয়া ইন্না লাহু লাহাফেজুন)
অর্থ : নিশ্চয়ই আমরা এই 'যিকর' তথা কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং নিশ্চয়ই আমরাই ইহার রক্ষক।" (সুরা হিজর : ১ম রুকু)।

আলোচ্য আয়াতে কুরআন করীমের হেফাজত বা রক্ষা করার অর্থ শুধু শব্দগত সংরক্ষনকেই বুঝানো হয় নাই যদিও—আল কুরআনের শাব্দিক সংরক্ষনও খোদাতা'লার প্রতিশ্রুতির একটি সন্দেহাতীত অংশ। কিন্তু সত্যিকার অর্থে সংরক্ষন বলতে শাব্দিক সংরক্ষনের সঙ্গে সঙ্গে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আল-কুরআনের সার-শিক্ষা, মর্মবাণী এবং মর্মার্থের যথ যথ সংরক্ষন। আল্লাহ্‌তা'লা তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কুরআন করীমের প্রত্যেকটি বাক্য এবং প্রত্যেকটি অক্ষরকে কালের বিকৃতি এবং মানবীয় ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত হস্তক্ষেপের সুযোগ হতে হেফাজত করে আসছেন। যার ফলে আজ সমস্ত ধর্মগ্রন্থের মধ্যে একমাত্র কুরআন করীমই অবিকৃত এবং মানবীয় হস্তক্ষেপহীনতার দাবী রাখে। কুরআন করীমের ইহা একটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য! অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পবিত্র কুরআনকে উহার মৌল শিক্ষা ও মর্মার্থক কখনই রহিত করেন নাই। এমন সময় কখনই আসে নাই যখন বিশ্বসীরা নামমাত্র বিশ্বাসী হবে এবং কোন মুসলমানই সৎকর্মশীল বা নেক আমলকারী সলমান থাকবে না।

পবিত্র কুরআনের শিক্ষার প্রভাব এবং আবেদন সর্বক্ষণের জন্য কার্যকর এরা সুফল দানকারী হতে থাকবে—কখনই উহা চিরতরে নিস্প্রভ বা নির্বাপিত হয়ে যাবে না। কুরআন করীমের মাহাত্ম্য এই যে, যখনই মুসলমানগণ সত্যিকার অর্থে মুসলমান হওয়ার পথ হতে বিচ্যুত এবং বিপথে পরিচালিত হওয়ার মুখে এসে পড়বে তখনই তাদেরকে পুনরায় মুসলমান হওয়ার সুযোগ দেখা দিবে। পবিত্র কুরআন তাই এক জীবন-প্রদায়ী শক্তির মহা-আধার—এবং এই শক্তিও আল্লাহতা'য়ালা কর্তৃক চির-সংরক্ষিত। আর ইহাই সত্যিকার অর্থে আল কুরআনের প্রতিশ্রুত সংরক্ষণের গূঢ়ার্থ।

এতক্ষণ আমরা সময়ের প্রয়োজনীয়তার সাক্ষ্যসংক্রান্ত প্রমোনটিকে কুরআন করীম থেকে উপস্থাপিত করেছি। এখন আমরা হাদীস শরীফ হতে বিষয়টি সম্বন্ধে আলোকপাত করবো।

হাদীসের বরাত অনুযায়ী দেয়া যায় যে, প্রত্যেক একশত বছরের মাথায় এক বা একাধিক মোজাদিদের আগমন এবং ইসলামের সংস্কারকার্য সম্পাদনের জন্য প্রতিশ্রুতি রয়েছে: (আবু দাউদ কিতাবুল ফিতান)
উপরিল্লিখিত সুরা হিজরে আল্লাহতালা কুরআন করীমের হেফাজত সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আলোচ্য হাদিসটি উহারই সমর্থন করেছে। মুজদিদগণ পবিত্র কুরআন সংরক্ষণ করেন।

পবিত্র কুরআনে হেফাজতের অর্থই হলো ইসলামের হেফাজত। সুতরাং হেফাজত বা সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি অতি সুস্পষ্ট। এই প্রতিশ্রুতি পবিত্র কুরআনেও রয়েছে এবং হাদীসেও রয়েছে। তা হলে প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে : যখন হেফাজতের আবশ্যকতা এত বেশী অনুভূত হচ্ছে, এতবেশী গুরুত্ববহ এবং সুস্পষ্ট, তখন কি সেই হেফাজতের প্রতিশ্রুতি অপূর্ণ থেকে যেতে পারে? হেফাজতের প্রশ্ন প্রত্যেক ১০০ বছরের পর দেখা দিতে পারে-আর অনুরূপ-ভাবে সেই সাথে হেফাজতের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হতে থাকবে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র বাণী যা হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে তার থেকে মুজাদ্দিদগণের আগমন সম্বন্ধে আমরা ইহাই আশা করতে পারি। আর হাদীস অথবা প্রতিশ্রুতির কথা ছাড়াও বাস্তবক্ষেত্রে সুপ্রকাশিত ঘটনাবলীই একথার মহাসাক্ষ্য। মুসলমানদের আধ্যাত্মিক অবস্থা এমন স্তরে পৌঁছে গেছে যে বহু পূর্ব হতেই একজন সংস্কারকের প্রয়োজন অনুভূত হয়ে আসছে। তেমনিভাবে ইসলামের শত্রুগণ এবং তাদের কলা-কৌশল, তাদের লেখা বই-পুস্তক, ইসলাম-বিরোধী অপ্রতিরুদ্ধ প্রচারণা এ কথাই প্রমাণ করছে যে, ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা রূপে আল্লাহতা'লার নিকট থেকে একজন সংস্কারকের আগমন অত্যাবশ্যক—যিনি ইস-লামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাফল্যজনকভাবে সংগ্রাম করবেন এবং মুসলমানদের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি পূর্বের ন্যায় সুগভীর অনুরাগ, জ্ঞান এবং ভালবাসার বন্ধন সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

وقال الرسول يرب ان قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا

ওয়া কালার রাসুল ইয়া রাব্বে ইন্না কাওমাত্ তাখাযু হাযাল কুরআনা মাহ্জুরা)

অর্থঃ— "এবং রসুল বলিবেন : হে আমার রব, আমার জাতি এই কুরআনকে বাস্তবিকই এমনভাবে ব্যবহার করিয়াছে যে ইহা যেন একটি পরিত্যক্ত জিনিষ।" (সুরা আল কুরকান : ৩১)।

বাস্তবক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থার ইহা একটি সত্যিকার প্রতিচ্ছবি। কার্যতঃ মুসলমান কুরআন বিচার বুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিকভাবে পরিত্যক্ত বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এ কথার প্রমানস্বরূপ এখন আমরা বর্তমানকালে মুসলমানদের বিশ্বাসগুলো কিভাবে বিকৃত হয়েছে— বাস্তবজীবনে ইসলামী শিক্ষা এবং আদর্শ ধনী-দরিদ্র, শাসক-শাসিত, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ইত্যাদি পর্যায়ে কতখানি অবহেলিত হচ্ছে সে কথাও বলবো। অতঃপর সামগ্রিক অবস্থার প্রেক্ষিতে আগমনকারী হযরত মসীহ মাউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দাবী কতখানি যুগোপযোগী হয়েছে, কতখানি যুক্তি-সঙ্গত হয়েছে তাহাও বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। (ক্রমশ :)

["দাওয়াতুল আমীর" শীর্ষক গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ *Iuvitation* এর ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ]

আহমদী

১৫ই ফেব্রুয়ারী—১৯৭৭ ইং

সংবাদ

(১)

শাহানশাহ্ ইরাণের একটি কাশফ্ বা দিব্য-দৃষ্টি

তিনি আখেরী যামানার ইমাম-হযরত মাহ্দী (আঃ)-কে কাশফী অবস্থায় দেখেন

মহামান্য শাহানশাহ্ ইরান জনাব মোহাম্মদ রেযা শাহ্ পাহ্লবী তাঁহার সুবিখ্যাত পুস্তক Mission for my Country (১৯৬১ সনে লণ্ডনে প্রকাশিত) তাঁহার তরুণ বয়সে (যখন তিনি ইরানের যুবরাজ ছিলেন) তিনটি রুইয়া ও কাশফের কথা উল্লেখ করিয়াছেন প্রথম রুইয়াতে তিনি হযরত আলী (কররমাল্লাহু ওজহাহু)-কে দেখেন এবং দ্বিতীয়টিতে হযরত আব্বাস (রাজিঃ)-কে দেখেন এবং তৃতীয়টিতে, যখন তিনি তাঁহার গৃহ-শিক্ষক সহকারে শিরমান প্রাসাদের সংলগ্ন উদ্যানে পায়চারী করিতে ছিলেন, জাগ্রত অবস্থায় আখেরী যুগের ইমাম মাহ্দী (আঃ)-কে প্রত্যক্ষ করেন। শাহ্ তাঁহার উক্ত কাশফের বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাসী। যদিও তখন তাঁহার মুরুব্বী সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই, তথাপি শাহানশাহ্ তাহাতে এতটুকুও বিচলিত হন নাই বরং তিনি তাঁহার উক্ত কাশফের যথার্থতা সম্বন্ধে পূর্ণ আস্থাবান থাকেন।

তিনি তাঁহার কাশফে দেখা তৃতীয় দৃশ্য সম্বন্ধে নিম্নরূপ বর্ণনা করেন :

"The third event occurred while I was walking with my guardian near the royal palace in Shirman. Our path lay along a picturesque doubled street. Suddenly I clearly saw before me a man with a halo around his head—much as in some of the great paintings, by Western masters, of Jesus. As we passad one another, I knew him at once, He was the Imam or descendant of Mohammed who, according to our faith, disappeared but is expected to come again to save the world,

I asked my guardian, 'Did you see him ?'

'But whom ?' he inquired, 'No one was here. How could I see someone who was not here ?'

I felt so certain of what I had seen that his reply did not bother me in the least. I was self confident enough not to be bothered by what my guardian, older and wiser though he was, might think."

(*Missioon for My Country, page* 55)

পাঠকবর্গ! ইমামে গায়েব বা শেষ যুগের ইমাম মাহ্দী (আঃ) এর আবির্ভাবের জন্য সমস্ত মুসলিম জগৎ অপেক্ষমান ছিল। শিয়া সম্প্রদায় বিশেষভাবে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দী আঃ-এর জন্য উদগ্রীব।

আগমণকারী প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের ইরাণের সহিত বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। হযরত রসুল করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) পারস্য বংশীয় হযরত সালমান ফারসীর (রাঃ) কাঁধে হাত রাখিয়া বলিয়াছিলেন :

لو كان الايمان معلقا بالثريا لنا له رجل من هؤلاء

অর্থাৎ, "যদি ঈমান সপ্তর্ষি মণ্ডলেও চলিয়া যায়; তথাপি একজন পারস্য বংশীয় মহাপুরুষ উহা তথা হইতে আনিয়া পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন।" (বোখারী)

ইহাতে নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালার এক গুঢ় রহস্য বিদ্যমান বলিয়া প্রতিয়মান হইতেছে. আল্লাহ্তায়ালা যখন এক দিকে পাক-ভারত উপমহাদেশে একজন পারস্য বংশীয় ব্যক্তি হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী (আঃ)-কে আখেরী যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ ইমাম মাহ্দী রূপে প্রেরণ করিলেন, তখন তিনি অন্য দিকে ইরানের ভাবী শাহান-শাহ্কে জাগ্রত অবস্থায় সেই প্রতিশ্রুত ইমামের দর্শন দান করাইলেন।

ان فى ذالك لاية لاولى الالباب

(—নিশ্চয় ইহাতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।)

[মাসিক আল-ফরকান (রাবওয়া), জানুয়ারী, ১৯৭৭ ইং হইতে অনুদিত]

২। একটি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী

মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ সিবতীন আল-সারসবী ইমামিয়া সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট গবেষক আলেম বলিয়া গণ্য। ইমাম মাহ্দী (আঃ) সম্বন্ধে তিনি "আল-সেরাতুস সাবিউ ফি আহ্ওয়ালেল মাহ্দী' নামে একখানা সুবিস্তৃত কিতাব প্রণয়ন করেন। উহার ৫০৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন :

"তাহারা (সাধারণ মুসলমান) প্রথমে তাঁহাকে (অর্থাৎ হযরত ইমাম মাহ্দী আঃ-কে) সমর্থন ও গ্রহণ করিতে পারিবে না। তাঁহাকে শুধু তাহারাই চিনিতে ও তাঁহার অনুসরণ করিতে

এবং তাঁহার আনুগত্যে অগ্রগামী হইতে পারিবে, যাহারা (তাঁহার আগমনের) পূর্ব হইতেই মুমেন হইবে। অন্যথায় তাঁহার জন্য অপেক্ষাকারীগণ যতক্ষণ পর্যন্ত তাহ'দের মধ্যে 'পতীক্ষার ক্ষেত্রে অনুকুল অবস্থার' সৃষ্টি না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা কখনও মান্যতা ও অনুগমনে আগাইয়া আসিতে পারিবে না. বরং কখনও তাহারা ঈমান আনিবে না .... বরং তাঁহার মোকাবেলার জন্য তাহারা সদা প্রস্তুত ও শত্রুতায় তৎপর হইবে। এবং সর্বপ্রকারে তাহারা তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুসারীদিগকে উৎপীড়ন ও ক্ষতি করার চেষ্টা করিবে আলেমগণ তাঁহাকে কতল করার জন্য ফতোয়া দিবে। কতক রাজা ও ক্ষমতাবান তাঁহাকে কতল করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিবে। ইহারা সকলেই কেবল নামের মুসলমান হইবে।"

(দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৫৭০—মোচীদরওয়াজা, লাহোর হইতে ইমামিয়া কেতাবখানা কর্তৃক প্রকাশিত)

৩। ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাব সম্বন্ধে শুভ সংবাদ :

আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের বিখ্যাত আলেম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান জিল-হাজ্জ, ১৩০২ হিজরী মোতাবেক সেপ্টম্বর ১৮৮৫ ইং সনে তাঁহার প্রণীত তফসীর আলে-এমরানে লিখিয়াছেন :

"ফয়সালার কোন উপায় দেখিতেছিনা।—هل من مبا رز يبا رزنى কিন্তু আমরা আশা করি না, কোন মোকাল্লেদ বিশেষতঃ আহলে-রায় মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়। যাই হউক, যদি তাহারা মোকাবিলা না করে তাহা হইলে আমরাও চুপ করিয়া বসিলাম। সেই জামানাও নিকটে আসিয়া গিয়াছে, যখন প্রতিশ্রুত মা'হদী (আঃ) জাহির হইবেন। হযরত মসীহ্ আসমান হইতে নাযিল হইবেন। তাঁহাদের জুহুর ও নজুলের পর মোকাবেলা ছাড়াই এ সমস্ত বিষয়েরই ফয়সালা হইয়া যাইবে।

قضية لمدة اطولى قد انفصلت বরং কিছু নিরেঠ কাফেরই সেই মোবারক সময়ে মস্তক অবনত করিবে না। সমগ্র আহলে রায় ও কিয়াস (গয়র আহলে হাদিস) দেউলিয়া হইয়া যাইবে, তাহাদের সব ভরম খুলিয়া যাইবে। সমস্ত জগতে কিতাব ও সুন্নতের অনুসরণ ও প্রচার ছড়াইয়া পড়িবে, খাঁটি ধর্মের ডঙ্কা বাজিবে।

فانتظروا انى معكم من المنتظرين

(তরজমা তফসীর তরজুমানুল কুরআন ব-লাতায়েফুল বয়ান ; ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪৭, জমাদিয়ুল আখের, ১৩০৭ হিজরী সনে প্রকাশিত, জানুয়ারী ১৮৯০ ইং সনে গ্রন্থকার শেখ মোহিউদ্দীন কর্তৃক লাহোর হইতে প্রকাশিত)

৪। "সত্যের বিজয়ের জন্য ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব জরুরী"

—আল্লামা তালেব জওহরী

করাচী, ২৮শে ডিসেম্বর (৭৬), আজ সন্ধ্যায় নিশতার পার্কে অনুষ্ঠিত এক বিরাট সভায় তাহার ভাষণে বলেন যে, কুরআনের যুক্তিদানের পদ্ধতি এইরূপ যে, উহা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দলিল-প্রমাণ কায়েম করিয়া থাকে। তিনি 'কুরআন ও যুক্তি' বিষয়ে ষষ্ঠ মাহফিলে ভাষণ দিতেছিলেন। আল্লামা জওহরী কুরআনী আয়াত পেশ করিয়া বলেন যে, কুরআন সত্যের দৃষ্টান্ত প্রবাহমান পানির দ্বারা বর্ণনা করিয়াছে, যাহার মধ্যে মানুষের জন্য বহুবিধ উপকারের ভাণ্ডার বিদ্যমান এবং বাতিল বা মিথ্যার দৃষ্টান্ত বুদ্বুদের সহিত দেওয়া হইয়াছে, যাহা নদীর তীরে সৃষ্টি হয়। সেই বুদ্বুদ শীঘ্র বিলীন হইয়া যায়। কেননা বাতিলের স্বভাবেই বিলীন হওয়া নির্ধারিত আছে কিন্তু নদী জমীনের উপর কায়েম থাকে। কেননা সত্যকে আল্লাহ্ তা'য়ালা স্থিতি ও স্থায়িত্ব দান করিয়াছেন।

কিন্তু মানব ইতিহাস এবং বর্ত্তমান পরিস্থিতি হইতে আমরা দেখিতে পারিতেছি যে, এখনও বাতিল বা মিথ্যা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয় নাই। কিন্তু কুরআনী শুভ সংবাদ (বাশারত) মিথ্যা প্রতিপন্ন হইতে পারে না। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, মুহাম্মদ (সাঃ অঃ)-এর বংশ ও উম্মত হইতে এমন এক মাহ্দীর (আঃ) আবির্ভাব জরুরী যিনি জাহির হইলে বাতিল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইবে এবং হক সম্পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হইবে।

(দৈনিক ঝং, করাচী, ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৬ ইং)

৫। লণ্ডনে আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে সউদী আরবের প্রিন্স ফয়সলের উদ্বোধনী ভাষণ :

বিগত বৎসর এপ্রিল মাসে লণ্ডনে তিন মাস ব্যাপী যে ইসলামিক সংস্কৃতি—শিল্পকলা, গান বাদ্য ইত্যাদিকে কেন্দ্র করিয়া যে ইসলামী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল উহাতে দশ দিন ব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সেমিনারও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই সেমিনার উদ্বোধন করিয়াছিলেন মরহুম শাহ্ ফয়সালের পুত্র প্রিন্স মুহাম্মদ আল ফয়সাল। তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণ দিল্লী হইতে প্রকাশিত 'আল-জামইয়াত' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করা গেল :

লণ্ডন, ৪ঠা এপ্রিল (৭৬), (সমাচার) ; অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণের প্রতি সউদী আরবের শাহ্যাদা প্রিন্স মোহাম্মদ আল ফয়সলের এই অনুরোধ সম্বলিত ভাষণের মাধ্যমে ইউরোপে প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন গত রাত্রে আরম্ভ হয় যে,

'অন্যান্য ধর্মের অনুসারীগণ ইসলাম সম্বন্ধে মুসলমানদের ত্রুটিসমূহের আলোকে বিচার করিবেন না, বরং ইসলামকে কুরআন ও শরিয়তের আসল ও খাঁটি শিক্ষা সমূহের আলোকে দেখিবেন।'

তিনি বলেন, এই নাজুক সন্ধিক্ষণে, যখন মানবজাতি নূতন যুগের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলামের পয়গামকে প্রকৃত এবং সবিশেষ মনোযোগের লক্ষ্য-বস্তু রূপে গ্রহণ করে।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেষণে, যাহা রয়েল রবার্ট হলে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তিনি বলেন যে, অনুগ্রহ পূর্বক আপনারা মুসলমানদের কার্যকলাপের দ্বারা ইসলামের সম্বন্ধে রায় কায়েম করিবেন না। হইতে পারে, আমরা ইসলামের উত্তম দৃষ্টান্ত নই। ইসলাম মানবজাতির কোন একটি শ্রেণী বা দলের মিরাস নয়। ইসলাম খোদাতায়ালার একটি পয়গাম এবং সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে তাহা দেওয়া হইয়াছে। আমি আপনাদের নিকট ইহা জোর দিয়া বলিব যে, আপনারা যেন ইসলামকে কুরআন ও শরিয়তের আসল ও খাঁটি শিক্ষা সমূহের আলোকে দেখেন ও বিচার করেন। আমাদের উচিত, ইসলামের পয়গামকে সংস্কার মুক্ত উদার চিত্তে, গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়া দেখা।"

(দিল্লী হইতে প্রকাশিত আল-জামাইয়াত, ৬ই এপ্রিল ১৯৭৬ ইং এবং সাপ্তাহিক বদর (কাদিয়ান) ১৫ই এপ্রিল ১৯৭৬ইং)

৬। আলো ও আঁধার

১৩ই ডিসেম্বর ১৯৭৬ ইং—জামাতে আহ্‌মদীয়ার ৩ দিন ব্যাপী সালানা জলসা সমাপ্তির পরদিন যখন 'চিনাব এক্সপ্রেস' রাবওয়া ষ্টেশানে পৌঁছিল, তখন প্লেটফর্মে প্রায় ১৫/১৬ শত মুসাফের ট্রেনে উঠিবার জন্য দাঁড়ানো ছিল। তাঁহাদের মধ্যে পাঁচ-সাত জন পুলিশও ছিল। যেহেতু ট্রেনের সকল দরজা ও জানালা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেজন্য তাহারা যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়াও ট্রেনে প্রবেশ করিতে পারিল না। এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কম্পার্টমেন্ট হইতে একজন এস-পি সাহেব সহ্য করিতে না পারিয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাঁহার কম্পার্টমেন্টের সম্মুখে দণ্ডায়মান মুসাফেরদিগকে বলিলেন, "আপনারা আমার কম্পার্টমেন্টে উঠিয়া যান।' তারপর তিনি পুলিশদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনাদের কি ডিউটি? আপনারা দর্শক সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, মুসাফেরদের কেন সাহায্য করিতেছেন না?" সুতরাং তাহাদিগকে বলিয়া ট্রেনের সমস্ত বন্ধ দুয়ার-জানালা খোলাইলেন। তারপর বেচারা মুসাফেরগণ ট্রেনের দিকে ছুটিল, কিন্তু ইতিমধ্যে ড্রাইভার হুইসেল বাজাইয়া দিল। তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, "ট্রেন থামাইয়া রাখ, যতক্ষণ পর্যন্ত না সব মুসাফের সুস্থিরভাবে ট্রেনে উঠিয়া যায়। সুতরাং যখন তিনি দেখিলেন, সমস্ত প্লেটফর্ম খালি হইয়া গিয়াছে এবং মুসাফের সকলই আরামের সহিত ভিতরে বসিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি গাড়ী ছাড়িবার অনুমতি দিলেন। 'জাযাহুল্লাহু তায়ালা আহ্‌সানাল জাযা'—'আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।'

(সপ্তাহিক "লাহোর", ২০ শে ডিসেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৪ এবং আখবার আহ্‌মদীয়া, লণ্ডন)

৭। হযরত খলিফাতুল মসীহ্ (আঃ)-এর সাম্প্রতিক বিদেশ সফরের মহাকল্যাণ

কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত জামাতে আহমদীয়ার ৮৫তম সালানা জলসায় লণ্ডন মসজিদের ইমাম ও মোবাল্লেগ মহতারম জনাব বশীর আহমদ রফিক সাহেব হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)-এর বিগত বৎসর আমেরিকা ও কেনেডা সফরের বৃত্তান্ত বিষয়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, হুজুর (আইঃ) এপর্যন্ত যতগুলি বিদেশ সফর করিয়াছেন, উহাদের ফলে অগণিত কল্যাণ ও বরকত প্রতিফলিত হইয়াছে। হুজুর ১৯৭০ সনে পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ সফরে গেলেন। উহার ফলশ্রুতি হিসাবে আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে সেখানে ইসলামের প্রচারকে জোরদার করার জন্য 'নুসরত জাহান পরিকল্পনা' এলকা করেন, যাহার মাধ্যমে সেখানে দুই বৎসরের অতি অল্প সময়ে ১৬টি চিকিৎসাকেন্দ্র, ১৮টি সেকেণ্ডারী স্কুল এবং আরও কয়েকটি ছোট স্কুল তামির করা হইয়াছে। সেগুলি অতি উন্নত পর্যায়ে চলিতেছে। বিগত বৎসর হুজুর জামাতের সামনে 'শত বার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনা' রাখিলেন। উহার অসাধারণ সফলতার উজ্জল লক্ষণ সমূহও পরিদৃষ্ট হইতেছে। সুইডেনের গোটবার্গে নবনির্মিত আজিমুশশান মসজিদটি সেই সকল লক্ষণের অন্যতম। মোটকথা হুজুরের প্রত্যেকটি সফর অগণিত ও অসাধারণ বরকত ও কল্যাণের কারণ হইয়া থাকে। বহির্দেশে নিয়োজিত মুবাল্লেগগণ এবং সেখানকার জামাত সমূহ দশ বিশ বৎসর যে কাজ করিতে অক্ষম ছিল, সেই কাজ হুজুরের কয়েক দিন বা কয়েক মাসের সফরের দ্বারা সাধিত হয়।

হুজুরের আমেরিকার সাম্প্রতিক সফর একটি ঐতিহাসিক সফর ছিল। কেননা আমেরিকার মৃত্তিকায় আল্লাহ্র খলিফার মোবারক পদার্পন ইতিহাসে এই প্রথম ঘটনা। আমেরিকায় পনেরটি সুসংগঠিত জামাত এবং মসজিদ ও প্রচার-কেন্দ্র রহিয়াছে। এই সফরে আমি হুজুরের সঙ্গে ছিলাম। সেখানে যে বিষয়টি আমার মনে সব চাইতে বেশী দাগ কাটিয়াছে তাহা হইল সেখানকার স্থানীয় (আমেরিকান) আহমদীদের ঈমান ও এখলাস। এই সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি সর্বক্ষণ অশ্রুসিক্ত থাকিতেন। সহস্র সহস্র মাইল সফর করিয়া হযরত খলিফাতুল মসীহ্ তাঁহাদের মধ্যে আসিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের জন্য অত্যন্ত অসাধারণ সৌভাগ্য ও গর্বের বিষয় ছিল।

যখন হুজুর বিমান বন্দরের বাহিরে আসিলেন তখন উপস্থিত সকলে না'রা তকবীর এবং অন্যান্য ইসলামী ধ্বনি দ্বারা হুজুরকে প্রাণ ঢালা অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন। আমেরিকারমত দেশে এই প্রকারের না'রা এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য পেশ করিতেছিল।

পাশ্চাত্য জগতের ভিত্তিই নির্লজ্জতা ও পর্দাহীনতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দেখা যায়। আমেরিকা ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলি যে ধ্বংসের কিনারায় দণ্ডায়মান তাহার অন্যতম কারণ এই নির্লজ্জতা ও পর্দাহীনতা ঠিক। উহার বিপরীত সেখানকার আহ্‌মদী মহিলাগণ পূর্ণরূপে পর্দা মানিয়া চলেন। আমি দেখিয়াছি যে বিমান বন্দরে তিন-চার শত আহ্‌মদী মহিলা পর্দায় আবৃত অবস্থায় উপস্থিত ছিলেন। ইহাও এক আশ্চার্য্য জনক এবং ঈমান উদ্দীপক দৃশ্য ছিল, ইহা আহ্‌মদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামেরই এক মহাণ কৃতিত্ব, যাহা আমেরিকায় দেখিতে পাইলাম।

একজন আহ্‌মদী মহিলা 'ড্রাইভিং টেষ্টের' জন্য 'বোরকা' পরিধান করিয়া টেষ্ট দিতে গেলে পরীক্ষক বোরকার ওজুহাতে তাহার টেষ্ট গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। সেই জন্য আহ্‌মদী মহিলাটি হাই কোর্টে কেস করেন এবং উহাতে জয় যুক্ত হন। পরে তিনি টেষ্টও সফল হন। সুতরাং আজ বহু আহ্‌মদী মহিলা বোরকা পরিয়া মোটর ড্রাইভ করিতেছেন।

আমি সেখানে প্রত্যক্ষ করিলাম যে, আমেরিকান আহ্‌মদীদের অন্তর হুজুর (আইঃ) এর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা এবং মহব্বতে ভরপূর। আমেরিকান আহ্‌মদীগণ যখন হুজুরের সঙ্গে মুসাফাহা করিতেন, তখন কাঁদিয়া ফেলিতেন। হুজুরের ইমামতীতে নামায আদায় করিলে আমেরিকান ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ অজোরে কাঁদিতেন। তাঁহাদের হৃদয়ে এবাদত ও দোওয়ার জন্য এরূপ আবেগের সৃষ্টি আহমদীয়ত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামেরই মহান কৃতিত্ব।

খোদাতায়ালার ফজলে কেনাডার টরেন্টো শহরেও বেশ বড় জামাত আছে। এবং তাঁহার উত্তম নেজাম ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। তাঁহারা এখলাস ও আত্মোৎসর্গের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া শহরের বাহিরে একশত একরের এক খণ্ড জমিন ইসলাম প্রচারের কাজকে ত্বান্বিত করার উদ্দেশ্যে হুজুরের অনুমতিক্রমে এক বিরাট টাকার অঙ্ক ব্যায়ে খরিদ করিয়াছেন।

(সপ্তাহিক 'বদর', কাদিয়ান, ৬ই জানুয়ারী ১৯৭৭ ইং)

কানাডায় একটি মসজিদ নির্মাণের প্রস্তুতি

টরেন্টো শহরে একটি নূতন মসজিদ নির্মানের উদ্দেশ্য সেখানকার আহ্‌মদী মুসলমানগণ সাড়ে ছয় একর জমি ক্রয় করিয়াছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। আল্লাহর দরবারে এই দোওয়া, তিনি যেন মসজিদটির নির্মান কার্যকে যথাশীঘ্র পূর্ণতায় ভূষিত করেন এবং উহার দ্বারা ইসলামের প্রচার কাজকে ত্বরান্বিত করিতে সহায়ক হন। আমিন।

(আহমদীয়া বুলেটিন, লণ্ডন, ডিসেম্বর, ১৯৭৬ ইং)

অনুবাদ ও সংকলন আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

নজিরহীন প্রাকৃতিক দুর্যোগ

নিউইয়র্ক. ২রা ফেব্রুয়ারী। নজিরহীন শৈত্য প্রবাহে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলে অন্ততঃ ২০ লক্ষ লোক কর্মহীন হইয়া পড়িয়াছে। প্রচণ্ড শীতে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলে এই পর্যন্ত ৮০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়াছে।

প্রাকৃতিক গ্যাসের ঘাটতির দরুণ লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, জ্বালানির অভাবে কল-কারখানায় তাপ সঞ্চার করা সম্ভব হইতেছে না। এই কারণে বহু স্কুলও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

খবর আসিয়াছে নিউইয়র্কের অন্তর্গত ব্রুকলীনে ৮০ বৎসরের জনৈকা বৃদ্ধা রান্না ঘরে ঠাণ্ডায় একেবারে জমিয়া গিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে। তাহার গায়ে চার ইঞ্চি পরিমাণ বরফ জমিয়া আছে। বৃদ্ধার ৭৭ বৎসরের ভাই বিছানায় সম্পূর্ণ বস্ত্রাবৃত অবস্থাতেই ঠাণ্ডায় হিম হইয়া মরিয়া রহিয়াছে। (দৈনিক পত্রিকা সমূহ)

অভূতপূর্ব নৈতিক বিপর্যয়

'সভ্যতার অভিশাপ'

"সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্সাস ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা গিয়াছে, গত বৎসর যুক্তরাষ্ট্রে মোট তের লক্ষ নারী পুরুষ বিবাহ বন্ধন ব্যতিরেকেই একত্রে (স্বামী-স্ত্রী রূপে) বসবাস করিয়াছে। অথচ ১৯৭০ সালে ৬ বৎসর পূর্বে এই ধরণে নারী-পুরুষের সংখ্যা ৪ লাখ ৮৪ হাজার ছিল।"

"শুধু আমেরিকার কথাই বা বলি কেন, দুই পরাশক্তির অন্যতম সোভিয়েট রাশিয়ার অপর একটি চিত্রও সমভাবে ভয়াবহ। --- লেনীনগ্রাডের ছাত্র ও গবেষণা কাজে নিয়োজিত কর্মীদের শতকরা তিপ্পান্ন জন অবৈধ যৌন ক্রিয়ায় অভ্যস্ত এবং আঠার বৎসর বয়স হইবার পূর্বেই তাহাদের এই অভিজ্ঞতা জন্মে। বিপুল সংখ্যক মহিলারাও অবৈধ যৌন মিলনে লিপ্ত হয় এবং তাহারা প্রকাশ্যভাবে এই ধরণের কার্যকলাপের সমর্থন করে।

ইহা ছাড়া বিবাহ বন্ধন একটি খেলার বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। --- রাশিয়ায় ১৯৭০ সালে আদম শুমারীর হিসাবে বিবাহিতা মহিলাদের সংখ্যা ছিল বিবাহিত পুরুষের সংখ্যার চাইতে চৌদ্দ লক্ষ বেশী। অর্থাৎ, বিপুল সংখ্যক পুরুষ স্বেচ্ছায় বিবাহকে অস্বীকার করিয়া চলে। ১৯৭১ সালে সোভিয়েট রাশিয়ায় ৪ লক্ষ অবৈধ শিশুর জন্ম হয়। ...যুক্তরাষ্ট্রে এই হার রাশিয়ার প্রায় সমান এবং বৃটেনে কিছু কম।

পৃথিবীর তথা কথিত সভ্য সমাজ কোন্ রসাতলের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে—তাহা এই প্রতিবেদন হইতেই অনুধাবন করা যাইতে পারে।

পাশ্চাত্য এবং সমাজতান্ত্রিক দেশের হাওয়া আমাদের গায়েও আসিয়া লাগিয়াছে। সমাজ সচেতন ব্যক্তিদের এখনও হুসিয়ার হওয়ার সময় আসে নাই কি?"

(সাপ্তাহিক আরাফাত: ঢাকা ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ ইং সম্পাদকীয় নিবন্ধ)

'সমগ্র মানব জাতির প্রতি সহানুভূতিকে তোমরা নিজ জীবনের সারথি কর'

ঈমান উদ্দীপক খোৎবা

রাবওয়া, ৩রা ডিসেম্বর ৭৬ইং — আজ শুক্রবার জামে মসজিদ মোবারকে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) তাঁর অতীব ঈমান উদ্দীপক জুমার খোৎবায় কুরআন মজীদের এই মর্মে কয়েকটি আয়াত পাঠ করেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালাই আমাদের বরহক মাবুদ। তাঁহারাই শান ও মর্যাদা এবং একমাত্র তাঁহারাই প্রাপ্য, আমরা যেন তাঁর ভয় ভীতি ও ভক্তি নিজেদের হৃদয়ে সৃষ্টি করি। জমীন ও আসমানের প্রতিটি জিনিষ তাঁহারই স্বত্বাধিকার ভুক্ত। তাঁহার আদেশ ও কর্তৃত্ব সব কিছুর উপর বিরাজমান। বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে এই তত্ত্বটি বুঝিয়া তাঁহার এতায়াত ও অজ্ঞানুবর্তিতার হক আদায় করে এবং প্রত্যেক কঠিন সময়ে নিরাশ না হইয়া বরং তাঁহারই দিকে মনোনিবেশ করে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও তাঁহার সৌন্দর্য্য ও জ্যোতির বিকাশ সমূহের দর্শন লাভ করিয়া তাহার হৃদয় ও আত্মার প্রশান্তির কারণ হয়।

হুজুর (আইঃ) কুরআনী আয়াতের মর্ম বিশ্লেষণের পর জামাতে আহ্‌মদীয়ার আসন্ন সালানা জলসা প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী বিষয়ের দিকে জমাতের ভগ্নি ও ভ্রাতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হুজুর (আইঃ) বলেন : সালানা জলসার মওকাতে সর্বদা আমরা সফর সংক্রান্ত কিছু সুবিধা পাইয়া আসিতেছিলাম, ... কিন্তু এখন সেই সুবিধাটুকুও পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, আগন্তুক মেহ্‌মানগণ ঐ সুবিধার কারণেই এখানে (কেন্দ্রেয়ী সালানা জলসায়) আসিতেন। যে জযবা বা আবেগ-উদ্দীপনা তাঁহাদিগকে এখানে টানিয়া আনিত, উহার উপর সফরের সুবিধা অথবা অসুবিধা কোন কিছুই কখনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। বরং সফরকালের কষ্ট তাহাদের সেই আবেগ উদ্দীপনা ও মহব্বতকে আরো সতেজ ও প্রবল করিয়া তোলার কারণ হয়। তবে ইহা সতন্ত্র বিষয় যে, কেহ শীঘ্র পৌঁছায়, আর কেহ সফরের অসুবিধাজনিত বাধাবিঘ্নের কারণে কিছুটা বিলম্বে পৌঁছায়। কিন্তু খোদাতায়ালার ফজলে যেভাবেই হউক সকলই পৌঁছিয়া যাইবে। আর যাহারা জলসার উদ্বোধনী দোওয়াতে শামিল হইতে পারিবে না, তাহাদের জন্য আমি আজ হইতেই এই দোওয়া করিতেছি যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে আমাদের সকল দোওয়াতেই যেন শরীক রাখেন এবং জলসার সমগ্র বরকত ও কল্যাণে ভূষিত হওয়ার তওফিক দান করেন। আমিন।

আহ্‌মদী ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ ইং

হুজুর মেহমানদের থাকার জায়গা প্রসঙ্গে সদ্য উদ্ভূত জটিলতা সমূহের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, যদিও থাকার জায়গার দিক দিয়া যে সুবিধাগুলি আমাদের হস্তগত ছিল তাহাও এখন আমাদের হাতে নাই, এবং আমরা উহার প্রতিকার ব্যবস্থা হিসাবে কয়েকটি ব্যারাক এবং কামরা তৈরী করাইতেছি। কিন্তু আমরা যতই ব্যারাক এবং কামরা তামীর করি না কেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর এলহাম—وسّع مكانك (অর্থাৎ, জায়গা প্রশস্ত ও সম্প্রসারিত কর)—উক্ত এলহামের ধ্বনি আমাদের কর্ণকুহরে গুঞ্জরিত হইতে থাকিবে এবং উহা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে থাকিবে যে, 'তোমাদের গৃহ আরও প্রশস্ত ও প্রসারিত কর এবং তাহা ক্রমাগত করিয়া চলিয়া যাও'। যদিও দুনিয়া নিজের পথ আকড়াইয়া ধরিয়া আছে। যেমন, আমেরিকা, রুশ এবং চীন ইত্যাদি দেশগুলি নিজেদের সৃষ্টি কর্ত্তা হইতে দুরে সরিয়া যাইতেছে, কিন্তু এলাহী তদবীরও ভিতরে ভিতরে কাজ করিয়া যাইতেছে। এবং তাহাই ঘটিবে যাহা আমাদের খোদা চাহেন—এবং তিনি ইহাই চাহেন যে, ইসলাম যেন সকল মানব হৃদয়কে জয় করে। সুতরাং, সমগ্র মানব জাতির প্রতি সহানুভূতিকে তোমরা নিজেদের সারথী কর এবং খুব স্মরণ রাখ যে, যে কাজ আমাদের উপর ন্যস্ত, তাহা যেভাবেই হউক আমাদেরই করিতে হইবে। হাজার বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও আমাদিগকে আমাদের খোদার কথা শুনিতেই হইবে এবং তদনুযায়ী আমাদের জীবনকে গড়িয়া 'সিবগ তুল্লাহ্" —'আল্লাহ্‌র রঙে' রঙ্গীন করিতে হইবে। খোদা-তায়ালা আমাদের অঙ্গুলী ধরিয়া আমাদিগকে যে রাজপথে পরিচালিত করিয়াছেন, উহাতে থাকিয়া আমাদের চলিয়া যাইতে হইবে। এই রাজপথ ইসলামের রাজপথ। এই রাজপথ সৈয়দনা হযরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ আঃ)-এর রাজপথ। দুনিয়া যতই উহা হইতে দুরে সরিতেছে, ততই দীর্ঘ চক্র ঘুরিয়া অবশেষে সেই রাজপথের দিকেই ফিরিয়া আসিতে হইবে।

অবশেষে হুজুর (আঃ) বলেন, যদিও মেহমানদের থাকার জায়গার ব্যাপারেও আমাদের অসুবিধা বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু উহার মোকাবেলায় বহুগণ ব্যাপকতার সহিত নিজেদের ভালবাসা পোষণকারী এমন সকল ব্যাক্তির হৃদয়ও তৈরী হইতে পারে, যাহারা মেহমানদিগকে তাহাদের নিজেদের ঘরে এরূপভাবে তুলিয়া নেন, যেভাবে স্নেহময়ী মাতা তাহার বাচ্চাদেরকে তাহার বুকের সহিত জড়াইয়া ধরে। যাহাই হোক; ইহাতো আমাদের নিজের চিন্তাধারা বা বিবেক বুদ্ধির কথা আসলে আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত এবং তাঁহার ফজল সম্বন্ধে আন্দাজ করাও আমদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই সকল ফজল ও অনুগ্রহ

(৪৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইসলামী নীতি-দর্শন পরীক্ষার ফল

(পাশ নম্বর : ৫০, ২য় বিভাগ : ৬০ এবং ১ম বিভাগ : ৭০)

ঢাকা জামাত

১। ছাদেকা মোছাররৎ ৭৫ নম্বর (১ম বিভাগ) ২। আখতার হোসেন (তারুয়া) ৭৫ (১ম বিঃ) ৩। মোশারফ হোসেন ৭৮ (তৃতীয় স্থান) ৪। ন. ন, ছালেক ৫৫ (৩য় বিভাগ) ৫। নজমুল হক ৫২ (৩য় বিঃ) ৬। খায়রুল হক ৭৩ (১ম বিঃ) ৭। আঃ জলিল ৭৭ (১ম বিঃ)

জিওপাড়া জামাত

১। নূর মোহাম্মদ ৭৫ (১ম বিভাগ) ২। আঃ মান্নান (মোয়াল্লেম) ৮০ (দ্বিতীয়-স্থান)। ৩। মোঃ শাহাদত হোসেন ৫০ (২য় বিভাগ)

বীর পাইকশা জামাত

১। হাবিবুর রহমান (খোকা) ৬০ (২য় বিভাগ) ২। শাহীন হাকীম ৭০ (১ম বিঃ)

আহমদনগর জামাত

১। মাহমুদ আহমদ ৬৫ (২য় বিভাগ) ২। মোঃ আঃ কাদের মহিউদ্দিন খান ৬৫ (২য় বিঃ) ৩। গাজী সালাউদ্দিন ৬০ (২য় বিঃ) ৪। হাজেরা বেগম ৫০ (৩য় বিঃ) ৫। বুশরা বেগম ৫১ (৩য় বিঃ) ৬। ইলিয়াস আহমদ ৫০ (৩য় বিঃ) ৭। হারুনুর রশিদ ৫০ (৩য় বিভাগ) ৮। আনোয়ারা বেগম ৬০ (২য় বিঃ)

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাত

১। মাসহুদা বেগম ৬৫ (২য় বিভাগ) ২। নূরুল ইসলাম চক্রবর্তী ৫০ (৩য় বিঃ) ৩। করিমাতুন্নেছা ৫০ (৩য় বিঃ)

নন্দনপুর জামাত

১। আলী আকবর ভূইয়া ৬১ (২য় বিভাগ) ২। মিসেস রাবেয়া হক ৬০ (২য় বিঃ) ৩। মিসেস আমেনা আজিজ ৫৭ (৩য় বিঃ) ৪। আবুল হোসেন ভূইয়া ৬০ (৩য় বিঃ) ৫। আঃ সালাম ৬৩ (২য় বিঃ) ৬। আলমগীর কবীর ৬০ (২য় বিঃ ৭। নুরুজ্জামান আকবর ৫১ (৩য় বিঃ) ৮। নাসিরুল হক ৫৩ (৩য় বিঃ) ৯। আবুল কাসেম ভূইয়া ৭১ (১ম বিঃ) ১০। নাজমা আখতার ৫৫ (৩য় বিঃ) ১১। মোঃ আবদুল মতিন ৭০ (১ম বিঃ) ১২। রেহেনা বেগম ৬৪ (২য় বিঃ)

নারায়নগঞ্জ জামাত

১। আয়েশা ইশরাৎ ৭০ (১ম বিঃ) ২। শওকত আরা (শেপু) ৭০ (১ম বিঃ) ৩। গিয়াসউদ্দীন আহমদ ৫০ (৩য় বিঃ) ৪। মইনউদ্দিন আহমদ ৮০ (দ্বিতীয় স্থান) ৫। এ, টি, এম সফিকুল, ইসলাম ৬০ (২য় বিঃ) ৬। আমতার রউফ ৬৫ (২য় বিঃ) ৭। মাসুদুর রহমান ৭৫ (১ম বিঃ)

তেজগাঁও জামাত

১। মসিউল হক ৬০ (২য় বিভাগ) ২। ফজলে ইলাহী ৫৫ (৩য় বিঃ)

কটিয়াদী জামাত

১। ইজাজুল হক কবিরাজ ৫০ (৩য় বিভাগ) ২। আঃ মান্নান ৫০ (৩য় বিঃ)

হোসনাবাদ জামাত

১। এস, এম, হায়দার ৫৫ (৩য় বিভাগ) ২। মোঃ আঃ জলিল ৪৫ (২য় বিঃ) ৩। বি' এম, আবদুস সাত্তার ৫০ (৩য় বিঃ) ৪। শিরীন আখতার ৫০ (৩য় বিঃ)

চরসিন্দুর জামাত

১। হাসিনা মমতাজ (ঝরনা) ৭০ (১ম বিভাগ) ২। তাজুল ইসলাম ৭৫ (১ম বিঃ)

ময়মনসিংহ জামাত

১। মোঃ আমীর হোসেন ৮৫ (প্রথম স্থান) ২। জাকিউদ্দীন আহমদ ৫০ (৩য় বিভাগ) ৩। মোঃ সাদেক ৫০ (৩য় বিঃ) ৪। আহমদ তবসীর চৌধুরী ৮০ (দ্বিতীয় স্থান) ৫। আঃ বাতেন ৭৫ (১ম বিভাগ)

সুন্দরবন জামাত

১। শেখ সফরউদ্দীন আহমদ ৫০ (৩য় বিভাগ) ২। আঃ সাত্তার ৫৫ (৩য় বিঃ) ৩। শেখ জনাব আলী ৫৫ (৩য় বিঃ) ৪। মোস্তফা সফিকুল ইসলাম ৫০ (৩য় বিঃ) ৫। আবু কাওছার বি, এ, ৫৫ (৩য় বিঃ) ৬। নওশের আলী ৬৫ (২য় বিঃ) ৭। জিয়াদ আলী ৬১ (২য়) ৮। আবু দাউদ ৬৫ (২য় বিঃ) ৯। সামসুর রহমান ৭০ (১ম বিঃ) ১০। কাওছার আলী মোল্লা ৮০ (দ্বিতীয় স্থান) ১১। শামসুর রহমান (প্রেসিডেন্ট) ৬০ (২য় বিঃ)।

(সেক্রেটারী তা'লীম, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া)

(৪৪ পৃষ্ঠার পর)

হাসিল করার জন্য বর্ত্তমান দিনগুলিতে আমাদের সময়কে বেশী বেশী দোওয়াতে নিমগ্ন থাকিয়া অতিবাহিত করা উচিত, যাহাতে আমরা প্রত্যেক আসন্ন পরীক্ষা ও আজমায়েশে উত্তীর্ণ হইতে পারি। তারপর, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন প্রশস্ততা ও প্রাচুর্যের দুয়ার আমাদের জন্য খুলিয়া দেন. তাঁহার রহমতের নজুল যেন পূর্বাপেক্ষাও প্রবলতর বেগে বর্ষিত হয় এবং আমাদের জন্য আরাম এবং সুবিধার উপকরণ সৃষ্টি হয়। খোদা করুন, আমাদের দোওয়া সকল যেন কবুল হয় এবং আমরা যেন আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত ও করুণার দুয়ারসমূহ উন্মুক্ত হইতে দেখিতে পাই। আমিন।

(দৈনিক আল-ফজল ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৭৭ ইং) অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

ঈদ-মিলাদুন্নবী [সাঃ]

এতদ-উপলক্ষে সকল জামাতে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত হযরত নবী আকরাম (সাঃ আঃ)-এর সর্বোচ্চ মর্যাদা এবং পবিত্র সীরাত ও উৎকৃষ্টতম জীবনাদর্শ সম্বন্ধে সভা অনুষ্ঠানের প্রতি সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। অনিবার্য কারণে পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসের যে কোন দিন স্থানীয় অবস্থানুযায়ী সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

২০শে ফেব্রুয়ারী—মুসলেহ্‌ মওউদ দিবস

উক্ত দিবস উপলক্ষে সকল জামাতে, ইসলামের সত্যতার জীবন্ত নিদর্শন 'মুসলেহ্‌ মওউদ' সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও উহার পূর্ণতা ও মাহাত্ম্য এবং কল্যাণসমূহ সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের প্রতি সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

আপনি সালানা জলসায় কেন যোগদান করিতেছেন?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর পবিত্র নির্দেশাবলীর আলোকে

আপনি সালানা জলসায় এজন্য যোগদান করিতেছেন যে—

(১) আপনি যেন "এমন 'হাকায়েক ও মায়ারেফ' (অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও শ্রুতিপ্রতিষ্ঠিত চিরন্তন সত্য ও সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবলী সমূহ) শ্রবন করিতে পারেন, যাহা ইমান ও মা'রফতের উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য আবশ্যকীয়।"

(২) "প্রত্যেক নিষ্ঠাবান মুখলেস যেন মুখামুখী ও সাক্ষাৎ ভাবে দ্বীনী কল্যাণ লাভের সুযোগ পান ও তাঁহার ধর্মীয় জ্ঞানের উন্মেষ ও প্রসার সাধিত হয়, এবং ইমান ও মা'রেফাত উন্নতি লাভ করে।"

(৩) "শুধমাত্র জ্ঞান সঞ্চয় ও ইসলামের সাহায্য কল্পে পারস্পরিক পরামর্শ এবং ভ্রাতৃ-মিলনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই জলসার অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে।"

(৪) "প্রত্যেক নূতন বৎসরে জামাতে নবদীক্ষিত ভ্রাতাগণ যেন (জলসার তারিখ গুলিতে) উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের পূর্ববর্ত্তী উপস্থিত ভ্রাতাদিগকে দেখিতে পারেন এবং একে অন্যের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে চেনা-পরিচয়, প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক বৃদ্ধি করিতে পারেন।"

(৫) "যোগদানকারী সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীকে রুহানীভাবে একাত্ম করার উদ্দেশ্যে এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে (আধ্যাত্মিক ও নৈতিক) শুষ্কতা, দুরত্ব এবং নেফাক (কপটতা) নিরসন এবং তাহাদিগকে আল্লাহর দিকে আকর্ষণ ও তাঁহার উদ্দেশ্যে গ্রহণ এবং পবিত্র পরিবর্তন ও পূর্ণ সিদ্ধি দানের উদ্দেশ্যে সর্বাধিক কৃপাময়, মহিমান্বিত আল্লাহতায়ালার দরবারে, যুগ-ইমাম যে বিশেষ দোওয়ায় আত্মোনিয়োগ করেন"—আপনি যেন সেই সকল মহাকল্যাণে ভূষিত হইতে পারেন।

(৬) "নিজ মৌলা ও প্রভু আল্লাহতায়ালা এবং রসুল করিম (সাঃ আঃ)-এর প্রেম ও ভালবাসা যেন স্বীয় হৃদয়ের উপর প্রাধান্য ও আধিপত্য বিস্তার করে এবং সংসার-নির্লিপ্ততা ও আত্ম-বিলিনতার এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাহাতে আখেরাতের সফর দুঃসহ ও অপ্রীতিকর বলিয়া মনে না হয়।"

(৭) "যে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি মধ্যবর্ত্তীকালে নশ্বর ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন, এই জলসায় তাঁহাদের রুহের জন্য যে মাগফেরাত কামনা করা হইবে"—আপনি যেন তাহাতে অংশগ্রহণ করিতে পারেন।

(৮) সালানা জলসায় যোগদানকারীদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মহামূল্যবান মকবুল দোওয়া সমূহের আপনি যেন ভাগী হইতে পারেন।

(৯) "এই জলসাকে সাধারণ জলসাগুলির ন্যায় মনে করিবেন না। ইহা সেই বিষয়, যাহার ভিত্তি একান্তভাবে সত্যের সমর্থন এবং ইসলামের কলেমা ও বাণীর মর্যাদা ও গৌরববৃদ্ধির উপরে স্থাপিত।"

বিগত ৮৫ বৎসর পূর্ব আল্লাহতায়ালার আদেশে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) কর্ত্তৃক প্রবর্তিত এবং প্রতি বৎসর কাদিয়ানে ও রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত উক্ত বহুবিধ কল্যাণ সম্বলিত মূল সালানা জলসার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ জগতের বিভিন্ন অঞ্চলে বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বাংলাদেশ জামাত আহ্মদীয়ার সালানা জলসাও তদ্রূপ এক লিল্লাহী জলসা।

(সংকলন : **আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ**, সদর মুরব্বী, ঢাকা)

বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার

৫৪তম

সালানা জলসা

স্থান ঃ আহমদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গন

৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা—১

তারিখ ঃ ৪, ৫ ও ৬ মার্চ ১৯৭৭ ইং

মোতাবেক ২১, ২২ ও ২৩ ফাল্গুন

শুক্রবার ঃ বিকাল ঃ ২-৩০ মিঃ হইতে ৬টা

শনিবার ঃ বিকাল ঃ ২-৩০ মিঃ হইতে ৬টা

রবিবার ঃ সকাল ঃ ৮-৩০ মিঃ হইতে ১২টা

বিকাল ঃ ২-৩০ মিঃ হইতে ৬টা

এই মহান ধর্মীয় সম্মেলনে জামাতের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও আলেমগণ ধর্মের আবশ্যকতা ও উহার সত্যতার মাপকাঠি, আল্লাহতায়ালার অস্তিত্বের জীবন্ত প্রমাণ, সীরাতে খাতামান্নাবিয়ীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), কুরআন করীমের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য্য, দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ, চতুর্দশ শতাব্দী হিজরীর গুরুত্ব ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব, জামাতে আহমদীয়ার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার, কেয়ামে নামায ও কবুলিয়তে দোওয়া এবং হুকুকুল এবাদ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর জ্ঞান-গর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিবেন। উক্ত পবিত্র জলসায় যোগদান করিয়া অশেষ সওয়াব হাসিল করুন।

১৫/২/৭৭ ইং

বিনীত,

[illegible]জির আলী

চেয়ারম্যান, জলসা কমিটি

ফোন ঃ ২৮৩৬৭৫